জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

যোগীর জঙ্গলরাজ

যোগীরাজ্যে আর এক কীর্তি। মিরাটে সেনা জওয়ানকে খুঁটিতে বেঁধে মার। বাধা না দিয়ে তোলা হল ভিডিও। আইনশৃঙ্খলাহীন উত্তরপ্রদেশ। সেনাকে সম্মান এবং দেশভক্তির এই না হলে নমুনা

গভীর নিম্নচাপ

আগামী ১২ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বঙ্গোপসাগরে। মৎস্যজীবীদের ২২ অগাস্ট পর্যন্ত যেতে নিষেধাজ্ঞা। সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণে। উত্তরের উপরের ৫ জেলায় ভারী বৃষ্টি

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আটকে দিয়েছে কেন্দ্র : কোর্টে রাজ্য

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বৃদ্ধি বোনাস উপকৃত দেড় লক্ষের বেশি শ্রমিক

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৮৬ ● ১৯ অগাস্ট, ২০২৫ ● ২ ভাদ্র ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 86 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 19 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

দেশে নজির, পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্বাসনে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রমশ্রী প্রকল্প

প্রতিবেদন : ফের মানবিক সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য এবার 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প চালু করল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি পাশ হওয়ার পর নিজেই এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বাংলার শ্রমিক যাঁরা বাইরে কাজ করছেন, তাঁদের বাড়ি ফিরিয়ে এনে অথবা কেউ নিজে ফিরে এলে, তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। এই প্রকল্পের নাম দিয়েছি 'শ্রমশ্রী'। সেইসঙ্গে যতদিন না তাঁরা নতুন কাজ পাচ্ছেন তাঁদের মাসে ৫ হাজার টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার। 'শ্রমশ্রী' পোর্টাল খোলা হচ্ছে, সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকরা নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। এছাড়াও 'কর্মশ্রী' পোর্টাল এবং 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পেও নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বাইরে থেকে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা, খাদ্যসাথী কার্ড দেওয়া হবে। যতদিন না পর্যন্ত কাজ পাবেন, ততদিন (এরপর ৬ পাতায়)

নবান্ন। সোমবার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

- পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরে এলেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
- শ্রমিকদের দেওয়া হবে খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড
- ফেরার পর মিলবে এককালীন ৫ হাজার টাকা ভাতা
- কাজ না পাওয়া পর্যন্ত ১ বছর মাসে ৫ হাজার টাকা পুনর্বাসন ভাতা
- শ্রমিক সন্তানদের সরকারি স্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থা
- শ্রমশ্রী নামে তৈরি হবে পোর্টাল
- নাম নথিভুক্তির পর শ্রমিকদের দেওয়া হবে আই কার্ড
- আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান-এ নাম লেখাতে পারেন শ্রমিকরা
- কর্মশ্রী প্রকল্পেও শ্রমিকদের জবকার্ড দেওয়া হবে

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

এবার

তোমার
কেন দেখা নেই,
অনেকদিন দেখিনি রাস্তায়
কোথায় গেলে
কোথায় গেলে
কাঁদে কথার দিস্তা।
বন্ধু তুমি কেমন আছ?
কোন সুদূরের পারে
আকাশ কেন গম্ভীর হল
এসো হাসিমুখে ফিরে।
আজকে তোমার বিরহ বেদনা
আমার হৃদয়ে জাগে
ধরণীর কোলে জন্ম নাও
ফিরে এসো এবার আগে।

সার্চ কমিটিতে তছরুপে অভিযুক্ত ও রাজ্যপালের ঘনিষ্ঠজন ঢুকল কীভাবে

রমেশ চন্দ্র

এসকে পট্টনায়েক

প্রতিবেদন : উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি নিয়ে এবার বড়সড় ঘোটালা উঠে এল। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয়উমেশ ললিতের নেতৃত্বে গঠিত হয় সার্চ কমিটি। পাঁচজনের কমিটিতে রমেশ চন্দ্রের বিরুদ্ধে তছরুপের অভিযোগ। যে কারণে উপাচার্যের পদ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। রমেশ রাজস্থানের ভরতপুর মহারাজা সুরজমল ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ছিলেন। অন্যজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস এসকে পট্টনায়েক। সরাসরি রাজভবনের কর্মী। শিক্ষাবিদদের অভিযোগ, রমেশ চন্দ্র সরাসরি বিজেপির রিক্রুটমেন্ট এবং পট্টনায়েক রাজ্যপাল বোসের বদান্যতায় সার্চ কমিটিতে। স্বভাবতই প্রশ্ন, সার্চ কমিটিতে থাকার কথা শিক্ষাবিদদের। কিন্তু রয়েছেন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বরখাস্ত এক উপাচার্য, অন্যজন রাজ্যপালের অধীনস্থ কর্মী, যিনি রাজ্যপালের অধীনেই কাজ করেছেন আমলা হিসেবে। এখন সার্চ (এরপর ১০ পাতায়)

এসআইআর বিরোধী প্রতিবাদ। সংসদ চত্বরে জোটবদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। সোমবারের বিক্ষোভে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, অখিলেশ যাদব-সহ বিরোধী নেতৃত্ব।

বাংলার বকেয়া রুখতে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : বাংলার বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফের গর্জে উঠলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দিল্লি থেকে ফিরে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির দ্বিচারিতা নিয়ে কার্যত ধুয়ে দেন তিনি। ১০০ দিনের কাজের টাকা-সহ বাংলার বকেয়া না মিটিয়ে টাকা আটকাতে যেভাবে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় গিয়েছে বিজেপি তার তীব্র সমালোচনা করেন অভিষেক। এছাড়াও তোপ দেগেছেন এসআইআর-সহ একাধিক ইস্যুতে।

একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে তোপ অভিষেকের

অভিষেক বলেন, বাংলাকে যেভাবে হোক বঞ্চনা করাই কেন্দ্রের লক্ষ্য। একশো দিনের টাকা দিতে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, ১ অগাস্ট থেকে টাকা দেওয়া শুরু করতে হবে। বাংলার প্রচুর বকেয়া। সেই টাকা আগে মেটাতে হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেই নির্দেশ না মেনে চলে গেল সুপ্রিম কোর্টে। উদ্দেশ্য কী? (এরপর ১০ পাতায়)

স্বাস্থ্যসমীক্ষার নামে এনআরসি

হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : মানসিক স্বাস্থ্যসমীক্ষার নামে কল্যাণী এইমসের এনআরসি চালু করার চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যবাসীকে সরাসরি সতর্ক করে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, স্বাস্থ্যসমীক্ষার নামে এনআরসি

করতে চাইছে! ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সমীক্ষা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কল্যাণী এইমসের জন্য জমি দিয়েছিল রাজ্য সরকারই। অথচ উদ্বোধনের সময় রাজ্যকেই জানানো হয়নি। আর এখন মানসিক স্বাস্থ্যসমীক্ষার নামে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সাধারণ মানুষের (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

19 August, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৯৩ উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের বিশিষ্ট অভিনেতা এবং নাট্যকার। তবে, অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার, সামাজিক পরিচয়ের সংজ্ঞায় তাঁকে বেঁধে ফেলা কঠিন। নিজে কূপমণ্ডূক হয়ে থাকেননি, চারপাশের কাউকে হতেও দেননি। সরাসরি রাজনীতিতে না থেকেও, রাজনৈতিক টিপ্পনী করা থেকে বিরত করতে পারেনি কেউ। বরং বাঙালির চেতনার উন্মেষ ঘটাতে বরাবর সুচ ফুটিয়ে গিয়েছেন উৎপল দত্ত। মিনার্ভায় নাটক চলাকালীনই সেইসময় ধানবাদে কয়লাখনিতে দুর্ঘটনা ঘটে। বহু শ্রমিক মারা যান। খবর পেয়েই কয়লাখনিতে ছুটে যান উৎপল,

রবি এবং সকলে। সেই নিয়েই 'অঙ্গার' নাটকটি লেখেন। এর পর একে একে 'ফেরারি ফৌজ', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'প্রফেসর মামলক', 'কল্লোল'-এর মতো সাড়া জাগানো নাটক মঞ্চস্থ করেন, যা থেকে সূচনা হয় গণ আন্দোলনের। 'কল্লোল'-এর জন্য গ্রেফতার এবং জেলবন্দি হন উৎপল। এর পর ১৯৭১-এ রবীন্দ্রসদনে অভিনীত হয় 'টিনের তলোয়ার'। তার পর 'ব্যারিকেড', 'টোটা', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'তিতুমীর', 'স্তালিন ১৯৩৪', 'লালদুর্গ'-এর মতো নাটক মঞ্চস্থ করেন। 'একলা চলো রে' নাটকেই শেষ বার মঞ্চে অভিনয়।

১৯০০ সুশোভন সরকার (১৯০০-১৯৮২) অধুনা পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক। তিনি উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়েছেন এবং রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

১৭৫৭ কলকাতার টাঁকশালে প্রথম টাকা তৈরি হল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাবের সঙ্গে চুক্তি করে এই 'সিক্কা' বাজারে চালু করে। বর্তমানে কলকাতার তারাতলা ছাড়া দেশের আরও চারটি জায়গায় মুদ্রা তৈরি হয়। এগুলি হল মুম্বই, হায়দরাবাদের সইফবাদ ও চেরলাপাল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের নয়ডা।

১৯১৮ ড. শঙ্করদয়াল শর্মা (১৯১৮-১৯৯৯) এদিন ভোপালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের নবম রাষ্ট্রপতি (১৯৯২-১৯৯৭)। তার আগে উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন ১৯৮৭-১৯৯২। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছেন বিভিন্ন সময়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। হার্ভার্ড ল স্কুলের ফেলোশিপ পান। কেম্ব্রিজে থাকার সময় সেখানকার টেগোর সোসাইটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

১৯৩৯ মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। নামকরণটিও তাঁরই করা। এই প্রেক্ষাগৃহটি স্থাপনের মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ছাড়াও

এদিনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর প্রেক্ষাগৃহের নকশা তৈরি করেন। এদিনের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাঙালী জাতির যে শক্তি প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয় কণ্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি; যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করি। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান।"

১৬৬৬ ছত্রপতি শিবাজি (১৬৩০-১৬৮০) এদিন ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে সপুত্র আগ্রা দুর্গ থেকে পালিয়ে যান। মুঘল বাদশাহ তাঁকে ওই দুর্গে বন্দি করে রেখেছিলেন। পরিকল্পনা ছিল পরে সময়মতো তাঁকে মেরে ফেলার। কিন্তু এদিন বিকেলে দুর্গের পাহারাদারদের শিবাজি খবর পাঠান তিনি অসুস্থ এবং কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। নিজের জায়গায় প্রায় তাঁর মতো দেখতে বৈমাত্রেয় ভাই হিরোজি ফরজন্দকে শুইয়ে রেখে দুটি মিষ্টির ঝুড়িতে আত্মগোপন করে শিবাজি ও তাঁর ছেলে দুর্গের বাইরে অরণ্যে পৌঁছে যান। আমৃত্যু ঔরঙ্গজেব ধরে ফেলেও শিবাজিকে মারতে না-পারার শোক ভুলতে পারেননি।

পাটির কর্মসূচি

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে শ্রীরামপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে উপস্থিত ছিলেন পুর পারিষদ তথা শ্রীরামপুর শহর তৃণমূলের সভাপতি সন্তোষ সিং।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৭৮

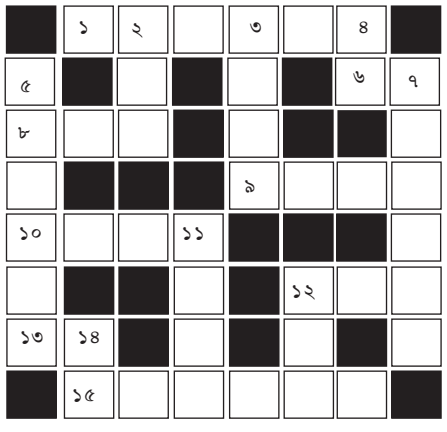

পাশাপাশি : ১. সনেট ৬. ছবি, চিত্রপট ৮. অতি ঘনিষ্ঠ ৯. বাড়ানো ১০. মাকড়সার জাল ১২. গুণবিশিষ্ট ১৩. হিন্দুদের পদবিবিশেষ ১৫. মাঝখানের দিকে।

উপর-নিচ : ২. অতি দ্রুত, তাড়াতাড়ি ৩. শিব ৪.—জ্বেলে যাই ৫. ইচ্ছা নেই তবুও, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৭. প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১১. একরকম হাঁস ১২. অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক ১৪. পোড়া ইট।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৭৭ : পাশাপাশি : ১. আভিজাতিক ৫. ক্রমাগত ৬. পসুরি ৭. রবিপুত্র ৯. ঘটালিকা ১২. শসন ১৩. ফণিভুক ১৪. বয়সকাল। **উপর-নিচ:** ১. চক্রধর ২. আতপত্র ৩. জাফরিকাটা ৪. কটূক্তি ৮. পুলিশকেস ৯. ঘনফল ১০. কাজকর্ম ১১. অভাব।

১৮ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.০৬	৮৬.৮৩
ইউরো	১০৩.১০	১০১.৪৭
পাউন্ড	১১৯.৪৭	১১৭.৭৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

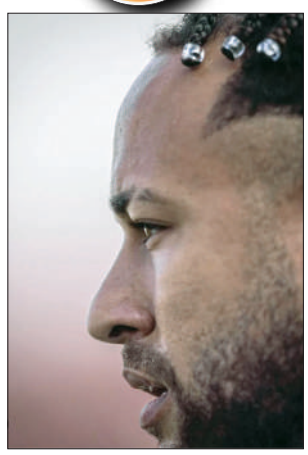

■ নেইমার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

19 August, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৯ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

ইএম বাইপাস সংলগ্ন শহরের এক অভিজাত আবাসনে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু। নাম রাজেন্দ্র সিংঘল (৭৫)। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ

চলতি মাসেই দেওয়া হবে, সিদ্ধান্ত রাজ্যের

১২ লক্ষ পড়ুয়াকে সাইকেল উপহার দেওয়ার কাজ শুরু

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, রাজ্য সরকার চলতি মাসেই ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল উপহার দেওয়ার কাজ শুরু করছে। 'সবুজসাথী' প্রকল্পের আওতায় এই সাইকেল বিতরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দফতর। প্রকল্প বাস্তবায়নে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছেও রাজ্য এসসি, এসটি এবং ওবিসি উন্নয়ন এবং আর্থিক বিষয়ক পর্ষদ। উল্লেখ্য, সবুজসাথী প্রকল্পের অধীনে সহজে ও নিরাপদে স্কুলে যাতায়াত করতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হয়ে থাকে। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ১ কোটি ৩৮ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া সাইকেল পেয়েছে।

নতুন করে আরও ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সাইকেল পেলে মোট উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দেড় কোটি।

ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে ১৪ অগাস্ট কন্যাশ্রী দিবসের মূল অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করার পরই সাইকেল বিতরণের বিষয়ে তৎপর হয়েছে নবান্ন। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, অগাস্টের শেষ সপ্তাহ থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাইকেল বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হবে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই রাজ্যে শারদোৎসব শুরু হবে। সেই উৎসবের আগে যাতে সিংহভাগ ছাত্রছাত্রীর হাতে সাইকেলের চাবি পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হয়েছে প্রশাসনিক স্তরে।

ভিসি নিয়োগ নিয়ে বৈঠক

প্রতিবেদন : উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, আদালত স্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হয়নি। এবার এই জট কাটাতেই আজ থেকে ২১ অগাস্ট অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই তিনদিন শহরের একটি হোটেলে বৈঠক ডাকা হয়েছে। তিনদিন ধরে আলোচনা করার পর স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের গড়া পাঁচজনের সার্চ কমিটির সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

তাজপুর বন্দরের জন্য নতুন দরপত্রের আহ্বান

প্রতিবেদন : তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরির বরাত বাতিল করে নতুন করে দরপত্র ডাকার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার মন্ত্রিসভার শিল্প, পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের তরফে নতুন দরপত্র ডাকা হবে। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই নতুন কোনও সংস্থাকে বন্দর তৈরির বরাত দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে আদানি গ্রুপকে তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরির বরাত দিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু আড়াই বছরেরও বেশি সময় কেটে গেলেও কাজ শুরু হয়নি। এর মধ্যেই হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য নতুন করে দরপত্র ডাকার সিদ্ধান্ত নিল।

প্রেমিকাকে খুনের ছক, মধ্যমগ্রামে বিস্ফোরণ-কাণ্ডে নেই সন্ত্রাসবাদ যোগ

সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম : গভীর রাতে বিস্ফোরণ মধ্যমগ্রামের রাস্তায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে উত্তরপ্রদেশের এক যুবকের। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। তৈরি করা হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক ও এনআইএ-র প্রতিনিধি দল। কিন্তু এই বিস্ফোরণের সঙ্গে কোনওরকম সন্ত্রাসবাদের যোগসূত্র নেই বলে বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিল পুলিশ। এখনও পর্যন্ত তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশের অনুমান, মধ্যমগ্রামের এক মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই যুবকের। সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে প্রেমিকাকে খুনের উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক এনেছিল সে। কিন্তু উল্টে নিজেই বিস্ফোরণে মারা যায়।

■ সাংবাদিক বৈঠকে এসপি পতিক্ষা ঝারখরিয়া।

রবিবার গভীর রাতে মধ্যমগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন মধ্যমগ্রাম বয়েজ হাই স্কুলের সামনে ফ্লাইওভারের নিচে একটি বসার জায়গায় বিস্ফোরণের জেরে বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয় উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা সচিদানন্দ মিশ্র (২৫)। রাতেই তাকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। কিন্তু সোমবার সকালে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার একটি কারখানায় কাজ করত সচিদানন্দ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বারাসত পুলিশ জেলার এসপি পতিক্ষা ঝারখরিয়া জানান, ব্যক্তিগত শত্রুতায় শোধ তুলতে ওই যুবক মধ্যমগ্রামে এসেছিল। এটা তার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাওয়া গিয়েছে। একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মিস হ্যান্ডেলিংয়ের কারণে বিস্ফোরণটি ঘটেছে। তদন্ত এখনও চলছে। এদিকে, রাতের অন্ধকারে এমন বিস্ফোরণে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মধ্যমগ্রামে। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের যুবক এখানে বোমা নিয়ে কেনই বা এল? এর পেছনে অন্য কোনও বিষয় আছে কি না সেটা পুলিশকে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেছি।

অভিষেকের ফের জেলাওয়ারি বৈঠক, আজ তমলুক, বারাসত

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার থেকে ফের জেলাওয়ারি সাংগঠনিক বৈঠকে বসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তমলুক ও বারাসত সাংগঠনিক জেলার বৈঠক রয়েছে। আগের বৈঠকগুলির মতোই এই বৈঠকেও সাংগঠনিক দুই জেলার সব পদাধিকারীদের ডাকা হয়েছে। তমলুক সংগঠনিক জেলার বৈঠকে থাকবেন জেলা সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, সৌমেন মহাপাত্র, তিলক চক্রবর্তী, সুকুমার দে, তাপসী মণ্ডল, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি প্রসেনজিৎ দে, মহিলা তৃণমূলের সভাপতি শিবানী দে কুণ্ডু এবং পাঁশকুড়ার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান। বারাসত সাংগঠনিক জেলা থেকেও চেয়ারম্যান, জেলা সভাপতি, বিধায়ক, মন্ত্রী-সহ সব ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশনের প্রধানদের উপস্থিত থাকার কথা।

■ টিএমসিপি প্রাক্তনী বনাম বর্তমানদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বজ্রপাতে জখম মা ও শিশু

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির ছাদে বজ্রপাত। আর তাতেই গুরুতর আহত মা ও শিশু। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট ২ ব্লকের চাঁপাপুকুর অঞ্চলের আঁকিপুর গ্রামের ঘটনা। এদিন হঠাৎ করেই বাজ পড়ে আমেদ আলি মণ্ডলের বাড়ির ছাদে। বজ্রপাতে মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির ছাদের আট থেকে দশ জায়গায় ভেঙে যায়। ভেতরে থাকা

সদ্যোজাত ছয়দিনের শিশুকন্যা ও তার মা গুরুতর আহত হন। শব্দ ও আগুনের ঝলকানিতে পরিবারের সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনার পর দেখা যায়, আহত শিশুটি ও তার মা মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা ঠিকভাবে কথাবার্তাও বলতে পারছেন না। বজ্রপাতের অভিঘাতে বাড়ির বিদ্যুৎ মিটার, ফ্যান ও লাইট বিস্ফোরিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এলাকাবাসীর দাবি, এই প্রথম এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাক্ষী থাকল আঁকিপুর গ্রাম। আগে কখনও বাড়ির ছাদে বজ্রপাত হতে তাঁরা দেখেননি। খবর পেয়ে চারপাশের মানুষ ভিড় জমাতে থাকেন আমেদ আলির বাড়িতে। অনেকেই আহত পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই বিপর্যয়ে গোটা গ্রাম শোকাহত ও আতঙ্কিত।

মন্ত্রীর মৃত বাবার নাম নিয়ে অভিযোগ, ফাঁপরে বিজেপি

প্রতিবেদন : মৃত্যুর পরেও নাকি ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ব্রাত্য বসুর বাবা বিষ্ণু বসুর। এমনটাই অভিযোগ বিজেপির, কিন্তু এই অভিযোগ করতে গিয়ে নিজেরাই আরও ফাঁপরে পড়ল। যদি মন্ত্রীর প্রয়াত বাবার নাম ভোটার তালিকায় থেকেও থাকে তাহলে সেই দায় নির্বাচন কমিশনের। তাঁদের গাফিলতিতেই তালিকায় বদল করা হয়নি। মন্ত্রীর বাবা যথেষ্ট প্রথিতযশা ব্যক্তি ছিলেন। তাই তাঁর নাম করে ভুয়ো ব্যক্তি গিয়ে ভোট দেবেন এমনটা কখনওই সম্ভব নয়। আর এতদিন পর কেন এই অভিযোগ করছে বিজেপি তাই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ব্রাত্য বসুর বাবার নামে তো কেউ ভোট দিয়ে দেয়নি। মন্ত্রীর বাবা প্রয়াত, সেটা নির্বাচন কমিশন ডিলিট করেনি। এর দায় নির্বাচন কমিশনের।

পুজোর গন্ধে শুরু হচ্ছে আর্ট প্রিভিউ শো

প্রতিবেদন : ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও বেশ কিছুদিন বাকি। তবে দুর্গাপুজো মানেই কলকাতায় একটা আলাদা আবেগ। তাই পুজো শুরুর বেশ কিছুদিন আগেই শুরু হয়ে যাবে পুজোর আমেজ। সৌজন্যে মাসআর্ট নামে কলকাতার এক সমাজ-সাংস্কৃতিক সংস্থা। ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর আলিপুর মিউজিয়ামে চলবে দুর্গাপুজা আর্ট প্রিভিউ শো ২০২৫। এখানে কলকাতার ২৪টি বিখ্যাত পুজোর শিল্পকর্মের থিম দেখানো হবে দর্শকদের। কলকাতাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'পাবলিক আর্ট ফেস্টিভ্যাল' হিসেবে তুলে ধরাই এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য। এই প্রিভিউ শো ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক পর্যটক ও শিল্পপ্রেমীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। ২০২২ সালে প্রথম শুরু হয়েছিল এই প্রিভিউ শো। ইউনেস্কো-মাসআর্টের যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে এবারের প্রদর্শনী। এখানে শিল্পীদের হাতে তৈরি শিল্পকর্ম চাইলে দর্শকরা কিনতে পারেন। এবারের প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে সক্ষম শিশু এবং প্রবীণদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বিশেষ কমিশনার কৌশিক বসাক, আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ ড. জয়ন্ত সেনগুপ্ত ও ইউনেস্কোর বিশেষ প্রতিনিধি। মাসআর্টের সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বোস বলেন, দুর্গাপুজা প্রিভিউ শো শুধু পুজোর আগের অনুষ্ঠান নয়, এটি বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্বের সামনে পৌঁছে দেওয়ার সেতুবন্ধ।

সম্পাদকীয়

19 August, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেনজির

দেশের নজির। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী প্রকল্প সামনে এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর কোনও বিকল্প ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেই। বাংলায় ৯৪টি প্রকল্প চলছে রাজ্য সরকারের। তার সঙ্গে যুক্ত হল আর একটি প্রকল্প। বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের কারণে বিজেপি রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ। কখনও মারা হচ্ছে, আবার কখনও খুনও হতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে শ্রমিকরা প্রাণভয়ে চলে আসছেন বাংলায়। অন্য রাজ্যের সরকারের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও দায় অস্বীকার করেননি। পরিযায়ীদের শুধু পাশে থাকা নয়, তাদের কর্মে নিয়োগ করা এবং যতদিন না সেই পরিস্থিতি তৈরি হয় তার জন্য ভাতার ব্যবস্থাও করেছেন। পাশাপাশি তাঁদেরকে কীভাবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত পাইয়ে দেওয়া যায় তারও নির্দিষ্ট কক্ষপথ তৈরি করে দিয়েছেন সোমবার। এককালীন ভাতা, মাসিক ভাতা, সন্তানদের স্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থা, শ্রমিকদের জন্য পোর্টাল এবং আইকার্ড এমনকী কর্মশ্রী প্রকল্পে জবকার্ডও দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। নিঃসন্দেহে বাংলায় এ এক নতুন পথ তৈরি হল। পরিযায়ীদের জন্য ভারতবর্ষের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ভাবেননি।

e-mail থেকে চিঠি

সিবিআই কিন্তু পারেনি

অভিযোগ পাওয়ার পরে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাফল্য। প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরির উত্তরপাড়ার বাড়ি থেকে পদক চুরির ঘটনার কিনারা করে ফেলল পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে পদ্মশ্রী এবং অন্যান্য পদকগুলি। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৪ সালের ২৫ মার্চ জানা যায় শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি হয়েছে। ২০ বছর অতিক্রান্ত। রাজ্যের পুলিশ যা ২ দিনে করে দিল, কেন্দ্রের সিবিআই সেটা ২০ বছরেও করতে পারল না। আজও উদ্ধার হয়নি রবি ঠাকুরের নোবেল পদক। দেবাইপুকুরের ওই বাড়িতে বুলা চৌধুরি বহু বছর ধরেই থাকেন না। তবে তাঁর দাদা ও ভাই ওই এলাকাতেই থাকেন। শুক্রবার অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের সকালে তাঁরা জানতে পারেন, ওই বাড়ির পিছনের দরজা খোলা। তারপর তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখেন, সমস্ত পদক, পদ্মশ্রী ব্রোচ খোয়া গিয়েছে। গোটা বাড়ি লন্ডভন্ড। খবর পেয়ে বুলা চৌধুরি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। এনিয়ে হইচই পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন বহুদিন হল। তাঁর পদক যখন চুরি যায়, তিনি তখন ইহলোকে নেই। সুতরাং শান্তিনিকেতনে তাঁর সশরীরে ছুটে আসার প্রশ্নই ওঠে না। অর্থাৎ, পদক যাঁর তাঁর অনুপস্থিতিতেই পদক চুরি হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই। তফাত শুধু উদ্ধারে, তদন্তকারী দলের ভূমিকায়। বিষয়টা লক্ষ করার মতো বইকি!

— **তপনকুমার নাগ, টালিগঞ্জ, কলকাতা**

গরিবের পাশে থাকার প্রশ্নে আপস নয়

নানাবিধ কারণে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরে আসছেন, তাঁদের জন্য তৈরি হচ্ছে ‘শ্রমশ্রী’ পোর্টাল। অর্থাৎ, ভিনরাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে ফেরা শ্রমিকদেরও পরিচয়পত্র দেবে মা-মাটি-মানুষের সরকার। ভিনরাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরলেই শ্রমিকদের এককালীন ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না-হওয়া অবধি এক বছর পর্যন্ত তাঁরা প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা পাবেন। রেশন কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও দেওয়া হবে তাঁদের। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) আবহে শাসক তৃণমূল এবং রাজ্য সরকার চায় পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরুন। তার জন্য সাংগঠনিকভাবে প্রক্রিয়া চালাচ্ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সরকারের প্রকল্প ঘোষণায় তারই প্রতিফলন। জনসমর্থনের ভিত্তির সমীকরণ নয়, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার প্রকাশ এই প্রকল্প। বিজেপি দেখে শিখুক।

— **প্রনীল চট্টোপাধ্যায়, সল্টলেক, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এই ভারতবর্ষকে বিজেপি চেনে?
খোঁজ রাখে ওরা ভারতের অন্তরাত্মার

বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষকে ঐক্যের নামে একবর্ণ রঞ্জিত করতে চাইছে। আর ভারতবর্ষ তেমনটা চাইছে না। তাই রাজ্যে-রাজ্যে তৈরি হচ্ছে সাংস্কৃতিক সংঘাত বিন্দু। বিরোধিতার ভূগোল ক্রমপ্রসারমান। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান জগজন
মানিবে বিস্ময়, জগজন মানিবে বিস্ময়।

ভারতবর্ষকে এভাবেই চিনেছিলেন, চিনিয়েওছিলেন, এক বাঙালি কবি। অতুলপ্রসাদ সেন।

তাঁর চোখে ভারতবর্ষ কোনও রাষ্ট্রের নাম নয়। ভারতবর্ষ কোনও দেশের নাম নয়। ভারতবর্ষ কোনও সভ্যতার নাম নয়। ভারতবর্ষ মহাজাগতিক এক ম্যাজিকের নাম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুকর ভারতবাসী। প্রবল পারস্পরিক পার্থক্য, ভেদাভেদ, আচার ব্যবহার, ভাষা, খাদ্য, ধর্ম-উপধর্মের বিপুল প্রভেদ। সেসব সত্ত্বেও ভারতবর্ষের একটি অঙ্গও বিচ্ছিন্ন হয়নি গত ৭৯ বছরে, আজও।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ব্রিটিশ সরকার যে ভারতবর্ষকে ভৌগোলিকভাবে রেখে গিয়েছে, আজও অবিকল সেই সীমানাই রয়ে গিয়েছে। কেউ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কেউ স্বাধীন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করেনি।

এহেন নিরবচ্ছিন্ন সংহতি প্রবাহের কৃতিত্ব কোনও সরকার কোনও নেতা-নেত্রী কোনও রাষ্ট্র প্রশাসনের নয়। এই কৃতিত্ব ভারতবাসী নামক একটি অত্যাশ্চার্য জনসমষ্টির। যাদের সিংহভাগ কোনওদিন পড়েনি যে, ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’ নামক একটি বাক্য এক বিখ্যাত গ্রন্থে লেখা হয়েছিল, যার নাম সংবিধান। অথচ জেনে অথবা না জেনে ঠিক সেই ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’ তারা পালন করে চলেছে বছরের পর বছর, দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা, দারিদ্র ও বৈষম্যকে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্যের মতো সঙ্গী করে।

চার্চিল মনে করতেন, যদি ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে আসে, তাহলে জনপরিষেবার গোটা কাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেলওয়ে, সড়ক, সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। ভারত কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গিয়ে আবার অসভ্য বর্বর মধ্যযুগে ফিরে যাবে!

কিন্তু বাস্তবে সেসব কিছুই হয়নি। ভারতের স্বাধীনতার ৭৯ তম বর্ষে এসে বিশ্ববাসী দেখতে পাচ্ছে ব্রিটেনের জিডিপি আজ ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি ডলার। ভারতের জিডিপি ৩ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি ডলার। ভারত ব্রিটেনকে ছাপিয়ে হয়েছে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। পক্ষান্তরে ব্রিটেন ক্রমেই নিমজ্জিত হচ্ছে আর্থিক সংকটে।

১৯৫১-৫২ সালের স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৩ কোটি। ২০২৪ সালের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ৯৭ কোটি। যে ভূমিখণ্ড ধর্মের কারণে এই মহান ভারতবর্ষ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল ১৯৪৭ সালে, তারা ক্রমেই আজ ভুলে গিয়েছে যে, স্বচ্ছ, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ভোটপ্রক্রিয়া একটি দেশে ঠিক কেমন দেখতে হয়। তাদের জীবনের সিংহভাগ কেটে গিয়েছে সামরিক শাসন অথবা রাষ্ট্রপতি শাসনে কিংবা অনির্বাচিত সরকারের অধীনে। তাদের দেশগুলিতে যখন তখন সেনা অভ্যুত্থান হয়। সরকারের পতন ঘটে। যখন তখন জনতার বিপ্লবের নামে নৈরাজ্য হয়। প্রধানমন্ত্রীরা বিদেশে পালিয়ে যান বারংবার। সরকারের পতন ঘটে।

পক্ষান্তরে, ৭৯ বছরের স্বাধীন ভারত মাথা উঁচু করে গণতন্ত্রের উৎসব পালন করে। নিয়ম করে ১৯৫২ সালের পর থেকে প্রতি ৫ বছর অন্তর নির্বাচন হয়। একবারও একদিনের জন্যও কোনও সামরিক শাসন কায়েম হয়নি। নির্বাচন যখনই কেউ ব্যাহত করেছেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে, ঠিক দেড় বছর পর তিনি চরম শিক্ষা পেয়েছেন নিজেই নির্বাচন ঘোষণা করে। ৭৯ বছর ধরে এত ঝড়-ঝঞ্ঝা, আক্রমণ, যুদ্ধ, দাঙ্গা, সংঘাত, দারিদ্র সহ্য করেও ভারতবর্ষ নামক ম্যাজিক পিছিয়ে যাচ্ছে না।

ভারত এত ভিন্নতা সত্ত্বেও অটুট রইল। এত প্ররোচনা সত্ত্বেও গৃহযুদ্ধ বাধেনি এই দেশে। গণতন্ত্রের জোরালো স্তম্ভকে ধূলিসাৎ করা যায়নি কিছুতেই।

কারণ, অসংখ্য মহান আত্মবলিদানের শক্তি ভারতবর্ষ নামক জাদুভূমিতে মিশে রয়েছে! সেই অলৌকিক শক্তিগুলি দিয়েই তো তৈরি হয়েছে একটি প্রতিজ্ঞামন্ত্র। ‘উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া’। ‘আমরা ভারতের জনগণ’।

আর এইটাই বুঝতে পারছে না মোদি জমানায় বিজেপি।

তারা জানেই না, এদেশে যেখানে জগন্নাথ পূজিত হন, সেই ওড়িশাতেই কালাপাহাড়ও পুজো পায়। যুধিষ্ঠির তো ধর্মরাজ ছিলেন, সত্যের পূজারি ছিলেন। তিনি তো পূজাও পান। দুর্যোধন কিন্তু নিয়ম করে দেবতা হিসেবেই পূজিত হন কেরল থেকে উত্তরাখণ্ডের গ্রামে গ্রামে। কেরলের কোল্লাম জেলায় এই মন্দিরে আগত ভক্তরা বিশ্বাস করেন আপ্পোপাম দুর্যোধন তাঁদের নানাবিধ বিপদ থেকে রক্ষা করেন। উত্তরাখণ্ডের নেতাওয়ার থেকে ওসলা পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রামগুলির বিশ্বাস, তমসা নদীর জন্ম হয়েছে দুর্যোধনকে অন্যায়ভাবে হত্যার ফলে জনসমাজের সম্মিলিত অশ্রু থেকে। দুর্যোধনের মন্দির রয়েছে ওসলা নদী উপত্যকায়।

বিজয়া দশমীর সময় দশেরা উৎসবে প্রধানত উত্তর এবং মধ্যভারত জুড়ে যখন পালিত হয় রাবণসংহার পর্ব, তখন সেই দশেরাতেই ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্রের গোন্দ উপজাতিভুক্ত মানুষ রাবণকে সম্মান জানিয়ে বন্দনাগীতি এবং উৎসব পালন করে। উত্তরপ্রদেশের বিশরাখ গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে তাদের গ্রামই রাবণের জন্মস্থান।

এসব বোঝার দায় বিজেপির নেই।

আর নেই বলেই একরঙা করতে চাইছে তারা ভারতবর্ষকে। আর ভারতবর্ষ তেমনটা হতে চাইছে না।

সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু সেটাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেট্রোয় আতঙ্ক। চলন্ত ট্রেনের তলায় দেখা গেল আগুনের ফুলকি। সোমবার সন্ধ্যায় ব্যস্ত সময়ে এসপ্ল্যানেড স্টেশনের ঘটনা। ট্রেনটি এসপ্ল্যানেড থেকে চাঁদনি চক যাচ্ছিল

রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ল বোনাস উপকৃত হবেন দেড় লক্ষ শ্রমিক

প্রতিবেদন : শ্রমিকদের জন্য সুখবর। ছোট এবং মাঝারি লৌহ ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের বোনাস বৃদ্ধি পেল ০.১ শতাংশ। এছাড়াও গতবছরের তুলনায় আরও অতিরিক্ত ২০০ টাকা এক্সগ্রাসিয়া পাবেন। সোমবার শ্রম দফতরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই চুক্তি অনুসারে সারা রাজ্যের প্রায় ১৫০টি কারখানার প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক উপকৃত হবেন। গতবছর ছিল ১৬ শতাংশ। এবার এক শতাংশ বেড়ে হল ১৭ শতাংশ। এছাড়াও গতবছর এক্সগ্রাসিয়া ছিল ৯০০ টাকা, এবছর ২০০ টাকা বেড়ে হল ১১০০ টাকা। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রম কমিশনার ইখলাখ ইসলাম, স্পঞ্জ আয়রন শিল্পের মালিকপক্ষ, আইএনটিটিইউসি'র অভিজিৎ ঘটক, সিটু-র পক্ষে প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত। চুক্তিতে সই করেন বিশেষ শ্রম কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের যুগ্ম শ্রম কমিশনার, দুর্গাপুর ও বাঁকুড়ার ডেপুটি শ্রম কমিশনার-সহ অন্যরা।

■ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মন্ত্রী মলয় ঘটক, তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ। সোমবার।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের শ্রমিকদের উন্নয়ন হচ্ছে। প্রতিবছরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বোনাস-চুক্তি হয়। এবারেও তা সফলভাবে হয়েছে এবং শ্রমিকরা বেশি টাকা হাতে পাবেন। তৃণমূল সংগঠনের দাবি অনুযায়ী বোনাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, বৃষ্টি বাড়বে

প্রতিবেদন : ফের নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে। এই সুস্পষ্ট নিম্নচাপ আগামী ১২ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আজ দুপুরের মধ্যেই উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল দিয়ে স্থলভাগে ঢুকতে পারে নিম্নচাপ। উত্তাল থাকবে সমুদ্র। যার জেরে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের ২২ অগাস্ট পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নিম্নচাপের জেরে অবশ্য ভারী বৃষ্টি হবে না বাংলায়। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণের কিছু জেলায়। উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টি, শনিবার রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। এরপর আর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এছাড়াও শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান মুর্শিদাবাদ নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হাওড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে ভারী বৃষ্টি। রবিবারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

■ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে চৌকি বৈঠকে বসে পাড়া সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিলেন বারাসত পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডাঃ সুমিতকুমার সাহা। রবিবার সন্ধ্যায় এলাকার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ সারলেন তিনি। বাড়ির সামনের রাস্তা, আলো, কোথাও নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে তাঁকে অভিযোগ জানালেন বাসিন্দারা। অভিযোগ নোট করে সমাধানের আশ্বাস দিলেন কাউন্সিলর। কাউন্সিলরকে কাছে পেয়ে নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাতে পেরে খুশি তাঁরা।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে নজরে পুজো মণ্ডপও

প্রতিবেদন : বর্ষা প্রায় শেষের দিকে। সামনেই দুর্গোৎসব। এবার শহরে ডেঙ্গি প্রতিরোধে পুরসভার নজরে থাকছে কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলিও। খুব শিগগিরি এই মর্মে জারি হবে নির্দেশিকা। কলকাতার পুরসভার তরফে পুজো কমিটিগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে ডেঙ্গির বিরুদ্ধে পদক্ষেপের ব্যবস্থাপনা জানতে চাওয়া হবে। প্রয়োজনে মণ্ডপে-মণ্ডপে পরিদর্শনে যাবেন পুর-আধিকারিকরা। সোমবার ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে পুরভবনে মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা-সহ ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার ও বিভিন্ন বরোর স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানালেন ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। তিনি বলেন, পুজো-প্যান্ডেলের কাঠামোয় বাঁশের মাথাগুলোয় ডেঙ্গি মশার ডিম পাড়ার সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ। তাই আজকের বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে। শহরের প্রতিটি প্যান্ডেল পরিদর্শন করা হবে। বাঁশের মাথাগুলোকে যাতে কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়, সেই নিয়ে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা করা হবে। বৈঠক নিয়ে তিনি জানান, গত ২২ মার্চ থেকে শহরের ১৩টি বরো নিয়ে সরকার ও পুরসভার বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়ে যে ইন্টারসেক্টর বৈঠক করা হয়েছে, সেইসব মিটিংয়ের যা রিপোর্ট নিয়ে আজকের বৈঠকে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়েছে। পুজোর সময় সতর্কতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও বেশি করে পেশেন্ট ট্র্যাকিং, পুজো প্যান্ডেলগুলিকে নজরদারির আওতায় আনা ও ইন্টারসেক্টর কোঅর্ডিনেশন আরও বাড়ানো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

■ কলকাতার ৫১ নং ওয়ার্ডে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে মহিলাদের জন্য শৌচালয় ও চাইল্ড কেয়ার 'পথক্ষণিকা' উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর ইন্দ্রনীল কুমার-সহ অন্যরা।

■ শিবমন্দির দুর্গোৎসবের এবারের থিম বিষহরি। রবিবার মনসা পুজোর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের থিম প্রকাশ করলেন উদ্যোক্তারা। ছিলেন পার্থ ঘোষ, মনীষা বসু, প্রেমেন্দ্রবিকাশ চাকী, প্রশান্ত পাল প্রমুখ।

উদ্যোগী রাজ্য, কচুরিপানার শিল্পসামগ্রী যাবে বিদেশে

সুমন তালুকদার • বনগাঁ

সবসময়ই কিছু সৃজনশীল তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণেই কাশফুল বা কচুরিপানার মতো প্রাকৃতিক জিনিস থেকে নতুন সামগ্রী তৈরি করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতোই এবার কচুরিপানা থেকেই তৈরি হচ্ছে নানান আকর্ষণীয় শিল্পসামগ্রী। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই কচুরিপানা থেকে তৈরির শিল্প জেলা পেরিয়ে রাজ্যের বাজারে এমনকী রফতানির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই সামগ্রী বানিয়ে স্বনির্ভর হচ্ছেন মহিলারা। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠছেন তাঁরা। রাখি, কভার ফাইল, পেনদানি, ফুলদানি, অলঙ্কার থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর জিনিস সবই তৈরি হচ্ছে কচুরিপানা দিয়ে। শুধু তৈরি করাই নয়, বাজারে সাড়াও

■ কচুরিপানা থেকে শিল্পসামগ্রী তৈরির কাজে ব্যস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

মিলছে দারুণ। এইসব সামগ্রীর চাহিদা বাজারে প্রচুর। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার প্রায় ২০০ জন মহিলা এই কচুরিপানা থেকে মনোহারি জিনিস বানাচ্ছেন। এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। কচুরিপানার কাণ্ড কেটে তা শুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পরে মেশিনে সেই কাণ্ড পাতলা করে নেওয়া হচ্ছে। তাই দিয়েই তৈরি হচ্ছে আকর্ষণীয় সামগ্রী। জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্রশিল্পের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি জানান, মহিলাদের দিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে মূলত বনগাঁয় এই কাজ হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ক্লাস্টার তৈরি করে সরকারি আনুকূল্যে মহিলাদের এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস কিট দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বনগাঁয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেন্ড (আইআইএফটি)-এর একটি দল এসে পর্যবেক্ষণ করেছে। রাজ্যে ও বিদেশে রফতানির পরিমাণ বাড়লে যেমন মানুষের আয় বাড়বে তেমনি জিনিসের চাহিদা বাড়লে কচুরিপানার প্রয়োজনীয়তা বাড়বে। সেক্ষেত্রে নদীগুলিতে কচুরিপানার পরিমাণ কমে জলের স্বাভাবিক গতিপথ ফিরবে।

■ বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার ও বাংলা ভাষার প্রতি অপমানের প্রতিবাদে জগৎবল্লভপুরের শঙ্করহাটি-১ নং পঞ্চায়েতে তৃণমূলের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল। ছিলেন বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ-সহ অন্যরা।

আরবান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারের উদ্বোধনে নন্দিতা চৌধুরি, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী

জঙ্গলমহলে ট্রেনের ধাক্কায় বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা

হাতিমৃত্যু রুখতে ডিএএস প্রযুক্তি চালু করার আবেদন বন দফতরের

প্রতিবেদন : জঙ্গলমহলে রেলের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রুখতে রেল দফতরকে 'ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাকোস্টিক সেন্সিং' (ডিএএস) প্রযুক্তি চালু করার আবেদন জানাল রাজ্যের বন দফতর। একমাস আগে ঝাড়গ্রামের বাসতলা স্টেশনের কাছে বরবিল-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তিনটি হাতির মৃত্যু হয়, যার মধ্যে দুটি ছিল শাবক। এই দুর্ঘটনার পরেই বন দফতরও রেল দফতরের যৌথ পরিদর্শনে হাতির গতিবিধি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এরকম একাধিক সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইসব জায়গায় ডিএএস প্রযুক্তি লাগানোর দাবি জানানো হয়েছে। পাঞ্চেত ও রূপনারায়ণ বিভাগকে সবচেয়ে সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বন দফতরের প্রধান বন্যপ্রাণ সংরক্ষক সন্দীপ সুন্দ্রিয়াল বলেন, উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা প্রমাণ হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও এর সুফল মিলবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

গত ৪০ বছরে দক্ষিণবঙ্গে হাতির সংখ্যা প্রায় দশগুণ বেড়েছে। ১৯৮৫ সালে যেখানে হাতির সংখ্যা ছিল মাত্র ২২, সেখানে ২০২৫-এ তা দাঁড়িয়েছে ২২৫। বিশেষ করে খড়গপুর-টাটানগর-রাউরকেলা রেলপথে হাতির যাতায়াত বেশি হওয়ায় ২০০০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৬৫টিরও বেশি হাতি ট্রেনের ধাক্কায় মারা গিয়েছে।

রেল দফতরের তৈরি এই ডিএএস প্রযুক্তি আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা। এটি রেললাইনের আশপাশে হাতির উপস্থিতি ও নড়াচড়া শনাক্ত করে একসঙ্গে চালক, স্টেশন মাস্টার ও কন্ট্রোল রুমকে সতর্কবার্তা পাঠায়, ফলে আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

বন দফতরের এক আধিকারিক জানান, সংবেদনশীল এলাকায় অভিজ্ঞ চালকদের নিয়োগের জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চালকদের হাতির চলাচল ও আচরণ বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। ওই আধিকারিক আরও বলেন, গোধূলি ও ভোরবেলায় হাতির চলাচল বেশি হয়, তাই সেসময়ে গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও রেলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

■ সামনে ২৮ অগাস্টের ছাত্র সমাবেশ। শহরজুড়ে চলছে তারই প্রস্তুতি।

■ ডোমজুড়ের বাঁকড়া-৩ নং পঞ্চায়েতে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শনে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, ডোমজুড় কেন্দ্র যুব তৃণমূল সভাপতি নুরাজ মোল্লা-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

টলিপাড়ার সমস্যা মেটাতে কমিটি, নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : টলিপাড়ার দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব মেটাতে আগেই কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মুখ্যসচিব। এবার এই পথেই হাঁটল হাইকোর্টও। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় কমিটি গঠন করে দ্বন্দ্ব মেটানোর পক্ষেই মত দিলেন বিচারপতি। তবে কোনও মন্ত্রী নয়, সচিব স্তরের অফিসারের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে টলিপাড়ার সমস্যা মেটানোর কথা জানিয়েছে আদালত। এর আগে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিবকে ফেডারেশন এবং পরিচালকদের বক্তব্য শুনে সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। এবার সবপক্ষকে সেই কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব আকারে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কমিটি কীভাবে কাজ করবে তাও রাজ্যকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এছাড়াও কার নেতৃত্বে কমিটি গঠন হবে তা নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর নির্দেশ দেবে আদালত।

মিড ডে মিলে বিশেষ যত্ন ও নজরদারি

প্রতিবেদন : শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ও শিক্ষা-মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলায় ৩০টি করে নির্বাচিত স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্পে বিশেষ নজরদারি ও যত্ন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি জেলাশাসকদের পাঠানো নির্দেশিকায় মিড-ডে মিল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন, দ্রুতই এমন স্কুলগুলি চিহ্নিত করতে হবে যেখানে বিশেষ হস্তক্ষেপ দরকার। পিছিয়ে পড়া এলাকা, সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ, মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা বা অন্য কোনও প্রয়োজনীয় মানদণ্ডের ভিত্তিতেই তালিকা তৈরি করতে হবে। ব্লক আধিকারিক এবং স্কুল ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে পরামর্শ করেই প্রতিটি জেলার তালিকা তৈরি করতে হবে, এবং প্রতিটি স্কুল নির্বাচনের পিছনে যুক্তিও উল্লেখ করতে হবে। দফতর সূত্রে খবর, নির্বাচিত স্কুলগুলির জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি রান্নার জরুরি জিনিসপত্র যেমন হাঁড়ি-বাসন দ্রুত সরবরাহের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) ফান্ড থেকেও অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্তারা জানিয়েছেন, তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর নির্বাচিত স্কুলগুলিতে লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এতে যেমন মধ্যাহ্নভোজন কর্মসূচি আরও শক্তিশালী হবে, তেমনই সামগ্রিক স্কুল পরিবেশ ও শিক্ষার মানও উন্নত হবে।

গঙ্গাসাগর নিয়ে সাংসদের প্রশ্ন

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় সরকার কোনওভাবেই বাংলার ঐতিহাসিক গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। এই প্রসঙ্গে সোমবার লোকসভায় সরকারের অবস্থান জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ বাপি হালদারের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন সাংসদ বাপি হালদার। তাঁর সাফ কথা, এর শেষ দেখে ছাড়ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে চাইব, কেন বারবার তাঁরা বাংলার সঙ্গে এই বঞ্চনার রাজনীতি করছেন, সংসদীয় কমিটির বৈঠকেও বিষয়টি তুলে ধরব।

■ খড়দহ বিধানসভার শহর এবং চারটি পঞ্চায়েতের দায়িত্বশীল কর্মীদের নিয়ে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল সভা। সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। সোমবার।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কর্মশালা

প্রতিবেদন : বর্তমান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এআই-ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। সাংবাদিকতার জগতেও দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তথ্য যাচাই থেকে সংবাদ সংগ্রহ, লেখা, সম্পাদনা, পরিবেশন-সহ সবক্ষেত্রেই এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এআই আশীর্বাদ না অভিশাপ, তা বোঝাতেই সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করল এআই ফর রিডনেস অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট (এডিআইআরএ)। সংস্থার প্রশিক্ষক জয়দীপ দাশগুপ্ত জানান, সাংবাদিকতায় এআই যেমন গতি ও দক্ষতা বাড়াচ্ছে, তেমনি সাংবাদিকদেরও নতুনভাবে প্রস্তুত হতে হচ্ছে। এখন শুধু খবর লেখা জানলেই হবে না। জানতে হবে কীভাবে এআই ব্যবহার করে আরও নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন কনটেন্ট তৈরি করা যায়।

স্বাস্থ্যসমীক্ষার নামে এনআরসি

(প্রথম পাতার পর) পরিচয় নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, রাজ্য সরকার কোনও সমীক্ষা করছে না। কেউ যদি বাড়ি বাড়ি-বাড়ি সমীক্ষা করতে যায়, আগে রাজ্য সরকারের থেকে খতিয়ে জেনে নেবেন।

এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, মেন্টাল হেলথ সার্ভের নামে আসলে একটা রাজনৈতিক দলের নির্দেশে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য এই সমীক্ষা করছে। মানুষ সঙ্গে নেই বলে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা, এইমসের কাজ হল রোগীর সেবা করা। সেটা ভাল করে করুন। রাজ্য সরকারের মেন্টাল হেলথ ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। সমীক্ষার প্রয়োজন হলে আমরা করব এবং খোলাখুলি জানিয়ে করব। কিন্তু অন্য কেউ বাড়ি গিয়ে তথ্য চাইলে দেবেন না। সজাগ ও সতর্ক থাকুন।

পুনর্বাসনে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রমশ্রী প্রকল্প

(প্রথম পাতার পর) পর্যন্ত এই ভাতা চলবে। ভিন রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই এই রাজ্যের শ্রমিকরা হেনস্থার মুখে পড়েছেন। তাই এই নতুন প্রকল্প আনা হল। আপাতত এক বছর 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে মাসে মাসে আর্থিক সাহায্য পাবেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। এককালীন তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা। যতদিন না কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে তাঁদের, ততদিন সরকারের তরফে ওই সাহায্য দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী সংযোজন, সম্প্রতি ২ হাজার ৭০০ পরিবার কিছুদিনের মধ্যে ফিরে এসেছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে১০ হাজারের বেশি লোককে আমরা নিয়ে এসেছি। অনেকে নিজেরা ফিরে আসছেন। শ্রমশ্রী পোর্টাল তৈরি হবে এবং তাঁরা আই কার্ড পাবেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। সরকারি স্কুলগুলিতেও সন্তানদের ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করা হবে। এর আগেও কোভিডের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্য করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, আমরা বাইরের রাজ্যের মানুষকে এখানে সম্মানের সঙ্গে রাখি। কিন্তু বাংলার শ্রমিকদের বাইরে গিয়ে হেনস্থা হতে হচ্ছে। গতকাল শুনলাম, অন্ধ্রে একজনকে খুন করে তাঁর ডেডবডিটা পর্যন্ত নিতে দেওয়া হয়নি। এই কারণে আমরা প্রকল্প আনলাম। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য করব। এরপরেই বিজেপি সরকারকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার আছে, সেখানে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি পরিচয় পেলেই আক্রমণ চালানো হচ্ছে। কেউ বাংলায় কথা বললে তাঁকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কাউকে বাংলাদেশে 'পুশ' করে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও থানায় নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লরির ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু। গুরুতর আহত আরও দুই। সোমবার মালদহের সুজাপুরের ঘটনা। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে

আমার বাংলা
19 August, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

আমিরকে সংবর্ধনা

■ বাংলা বলায় অত্যাচার। আটক, পুশব্যাক। রাজস্থানে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার কালিয়াচকের আমির শেখ। অবশেষে রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি ফিরেছেন। অত্যাচারের কথা ফিরে এসেই জানিয়েছেন তিনি। অত্যাচারের পরেও মনের জোর হারাননি আমির তাই সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ দেওয়া হল সংবর্ধনা। সোমবার কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিশেষ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি আমিরকে সংবর্ধনা দেন।

স্ত্রীর আত্মসমর্পণ

■ স্বামীকে খুন করে আত্মসমর্পণ স্ত্রীর। মালদহের ইংরেজবাজারের ঘটনা। দিনের পর দিন স্ত্রী ও ছেলের উপর অত্যাচার। হাত-মুখ বেঁধে নৃশংস ভাবে নিজের স্বামীকে খুন করে ইংরেজবাজার থানায় আত্মসমর্পণ করল স্ত্রী ও ছেলে। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের নরসিংহ কুপ্পা এলাকায়। জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম যদুভূষণ দাস। জানা গেছে, সৎ ছেলে ও মা মিলে বাবাকে নৃশংসভাবে খুন করে।

মর্টার শেল উদ্ধার

■ ফুলবাড়ির ছোবাভিটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল একটি মর্টার শেল উদ্ধার ঘিরে। সোমবার সকালে গ্রামবাসীরা স্থানীয় একটি মর্টার শেল দেখতে পান। এরপরই খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই বস্তু উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখে। পরে বম্ব স্কোয়াড ও সেনা কর্তৃপক্ষকে খবর পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সাত দুষ্কৃতী ধৃত

■ পরিকল্পনা ছিল কোনও বড়সড় অসামাজিক কাজের। সেই লক্ষ্যেই এনজেপি সাউথ কলোনি কোয়ার্টার মাঠে জড়ো হয়েছিল ১০-১২ জনের একটি ডাকাত দল। তাদের কাছে ছিল বেশকিছু ধারালো অস্ত্র। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাতে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযান চালিয়ে ডাকাত দলের সাতজনকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

রেলের বঞ্চনা, ব্রিজের দাবিতে অবস্থান

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : রেলের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠলেন ব্যবসায়ীরা। পরপর দুর্ঘটনা, যাতায়াতের সমস্যা সমাধানে রেলের ওভারব্রিজের দাবির পরেও হয়নি। বারবার বাহানা দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছে রেল। দ্রুত ওভারব্রিজ তৈরির দাবি তুলে এবার কামাখ্যাগুড়ির ব্যবসায়ীরা নিলেন পদক্ষেপ। সোমবার ২৪ ঘণ্টা ব্যবসা বন্‌ধের ডাক দিয়ে অবস্থানে বসেন ব্যবসায়ীরা। অবস্থান মঞ্চেই কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে একের পর এক ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। তোলেন একাধিক প্রশ্নও। দুর্ঘটনার পরও রেলের ওভারব্রিজ নেই কেন? কেন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি? প্রশ্ন তুলে সমাধান না হলেও আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা। উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়িতে অবস্থিত দুটি রেল লেভেল ক্রসিংয়ের গেট দিনের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি রাজ্যগুলোর যোগাযোগের একমাত্র রেলপথ এই কামাখ্যাগুড়ি হয়েই গিয়েছে। তাই এই পথে দিনভর বহু যাত্রীবাহী ও মাল ট্রেন যাতায়াত করে। এই কারণেই দিনের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে এই দুটি লেভেল ক্রসিং। তাই দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর দাবি কামাখ্যাগুড়ি ঘোড়ামারায় একটি রেলের ওভারব্রিজের। কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েনে এই দাবি আজও অধরা। এতদিন রাজ্যের বিরোধী তথা কেন্দ্রের শাসক দলের নেতারা রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলত। কিন্তু কামাখ্যাগুড়ি ব্যাবসায়ী সমিতির দাবি প্রায় বছরখানেক আগে রাজ্য সরকার এনওসি দিয়ে দিয়েছে বলে তারা রেলের আধিকারিকদের কাছে জানতে পেরেছেন। কিন্তু সেই এনওসি পাওয়ার পরেও এখনও রেল ওভারব্রিজের কাজ শুরু না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে নামল কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি। এই রেল ওভারব্রিজ তৈরি না হওয়ায় ভেঙে পড়েছে কামাখ্যাগুড়ির অর্থনীতি। এর পাশাপাশি প্রতিদিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্লকের মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার। রেল গেট বন্ধ থাকার কারণে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিতে গিয়ে রেল গেটে আটকে রোহীমৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে এখানে।

■ আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে অবস্থানে ব্যবসায়ীরা। সোমবার।

হঠাৎ পড়ার শব্দ, ডাউহিলে রহস্যমৃত্যু যুবকের

সংবাদদা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ও হাওড়া : বাড়িতে বাবা-মা কেউ জানতেন না। হঠাৎ এল ছেলের মৃত্যুসংবাদ! কার্শিয়াংয়ে একটি বেসরকারি হোম-স্টের ছাদ থেকে পড়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায় (২২)। বাড়ি বাগনানের দেউলটি সামতা গ্রামে। দক্ষিণ কলকাতায় একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। সোমবার ভোরে হোম-স্টে সংলগ্ন সামনের রাস্তায় তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মোট ৬ জন বন্ধু মিলে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দলে সপ্তনীল ছাড়াও ছিলেন আরও ৫ জন। তার মধ্যে ৪ জন তরুণী। সবাই কলেজের পড়ুয়া। শনিবার কার্শিয়াংয়ে পৌঁছন তাঁরা। কার্শিয়াংয়ের ডাউহিল রোডের উপর একটি বেসরকারি হোম স্টে-তে উঠেছিলেন সবাই। সোমবারই হাওড়ায় ফেরার কথা ছিল তাঁদের। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এদিন সকালেই তাঁরা ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনেন। ভোর ৫টা নাগাদ উপর থেকে ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পান স্থানীয়রা। আওয়াজ পেয়ে ছুটে যান সবাই। ছুটে এসে দেখেন, হোম-স্টে'র সামনে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন হাওড়ার যুবক সপ্তনীল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে উদ্ধার করে কার্শিয়াং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কার্শিয়াং হাসপাতাল থেকে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতালে রেফার করা হয়েছে। এই ঘটনা কি নিছক দুর্ঘটনা? স্বাভাবিকভাবে পড়ে গিয়ে মৃত্যু? নাকি মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য? অন্য কোনও গল্প? কেউ কি ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ফেলে দেয়? খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুরু হয়েছে বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করা।

■ মর্মান্তিক ঘটনার আগে সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ

ট্রেন থেকে উদ্ধার

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মেঘালয় থেকে অপহরণ হওয়া নাবালিকাকে ট্রেন থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হল জিআরপি। আটক এক যুবক। জানা গিয়েছে, সোমবার মেঘালয় থেকে অপহরণ করে নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পাচারের উদ্দেশ্যে, এদিন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কাটরা-কামাখ্যা এক্সপ্রেস থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করল এনজেপি জিআরপি পাশাপাশি নাবালিকার সঙ্গে থাকা এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য রেল পুলিশ। প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে মেঘালয়ের পুলিশ সুপার এনজেপির জিআরপিকে পুরো বিষয়টি জানান। এরপরেই জোরকদমে এনজেপি জিআরপি পুরো ট্রেনটিকে তল্লাশি করে অবশেষে সাফল্য পায়। এদিন কামাখ্যা-কাটরা জেনারেল কম্পার্টমেন্টে ওই অপহৃত নাবালিকা এবং তার সঙ্গে থাকা এক যুবককে আটক করে পুলিশ।

ইতিহাস স্মরণ করে অন্য স্বাধীনতা দিবস পালন তিন জেলায়

■ বালুরঘাটে পুরসভার উদ্যোগে শোভাযাত্রা।

■ নদিয়ায় পতাকা উত্তোলন

■ মালদহে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন।

ব্যুরো রিপোর্ট : ১৫ অগাস্ট নয়, ১৮ অগাস্ট স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল বালুরঘাট, মালদহ এবং নদিয়ার কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রানাঘাট। রাজ্যের উদ্যোগে সোমবার তিন জেলাতই পালন করা হল স্বাধীনতা দিবস। ইতিহাস বলছে, ১৮ অগাস্ট পশ্চিম দিনাজপুর মালদহ ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়। বালুরঘাটবাসী তথা দক্ষিণ দিনাজপুরবাসী স্বাধীনতার স্বাদ পায় তিনদিন পর। এই এলাকাগুলিতে নোশনাল এরিয়া বা ধারণাকৃত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এসব এলাকায় ১৪ অগাস্ট পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। এই সমস্ত এলাকার সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ১৮ অগাস্ট ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। বালুরঘাটের স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতায় বালুরঘাট-সহ বেশ কিছু এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বালুরঘাটের স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালের ১৮ অগাস্ট বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে ভারতের তিরঙ্গা রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সোমবার বালুরঘাট পুরসভার উদ্যোগে সকালে বালুরঘাট শহরের বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা শেষে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ। একইভাবে মালদহ জেলা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির উদ্যোগে দিনটি পালন করলেন সংস্কৃতিপ্রেমী শিল্পী, সাহিত্যিক-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। নদিয়া জেলাতেও পালন করা হয় দিনটি। এই বিষয়ে রানাঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান কৌশলদেব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বর্তমান প্রজন্ম যাতে নদিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্বাধীনতা দিবসের এই ইতিহাসকে মনে রাখে এবং ইতিহাস বিস্মৃত না হয় তার জন্যই ১৮ অগাস্ট সকাল ন'টায় পতাকা উত্তোলন করি।

আমার বাংলা
19 August, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঝাড়গ্রামে ৩ ব্লকে মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাধুলোর প্রসারে খুব আগ্রহী। বিশেষত জঙ্গলমহলের মতো পিছিয়ে থাকা এলাকায়। সেই মতোই ঝাড়গ্রাম জেলার তিনটি ব্লকের তিনটি স্কুলে তৈরি হচ্ছে মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামগুলিতে ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল, ক্যারাম ইত্যাদি একাধিক ইনডোর গেম খেলার সুযোগ থাকবে। পাশাপাশি থাকবে শরীরচর্চার নানা সরঞ্জামও। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই তিনটি প্রকল্পের শিলান্যাস হয়ে গিয়েছে। বিনপুর-২ ব্লকের বাঁশপাহাড়ি কেপিএসসি উচ্চবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম ব্লকের চন্দ্রী চন্দ্রশেখর হাইস্কুল এবং গোপীবল্লভপুর-১ ব্লকের সারিয়া আদিবাসী উচ্চবিদ্যালয়ে তৈরি হবে এই মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম।

ছোট থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলোর আগ্রহ বাড়াতে উদ্যোগী হল জেলা প্রশাসন। ঝাড়গ্রাম আচারি অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়রা যেমন জাতীয়স্তরে সাফল্য অর্জন করছে, তেমনই মহিলা রেফারিরাও প্রতিভার জোরে নাম কুড়িয়েছেন। এবার সেই পথ অনুসরণ করেই স্কুলভিত্তিক ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরির দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে, প্রশাসনের দাবি, ছোট থেকেই যদি স্কুলে খেলাধুলার পরিবেশ তৈরি করা যায়, তাহলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গড়ে উঠবে। আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি স্টেডিয়ামের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৫ কোটি টাকা। মোট ৭৫ কোটি টাকায় গড়ে উঠবে এই তিনটি আধুনিক পরিকাঠামো। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, তিনটি ব্লকের তিনটি স্কুলে মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। খুব শিগগিরই কাজ শুরু হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক উদ্যোগ

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই তিনটি প্রকল্পের শিলান্যাস হয়ে গিয়েছে। বিনপুর-২ ব্লকের বাঁশপাহাড়ি কেপিএসসি উচ্চবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম ব্লকের চন্দ্রী চন্দ্রশেখর হাইস্কুল এবং গোপীবল্লভপুর-১ ব্লকের সারিয়া আদিবাসী উচ্চবিদ্যালয়ে তৈরি হবে এই মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম।

কোর্টে হেরে গিয়ে মুখ পুড়ল শান্তা দত্ত বণিকের

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মুখ পুড়ল শান্তা দত্ত বণিকের। উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউতে কেন তাঁকে বসতে দেওয়া হবে না এনিয়ে মামলা করেছিলেন শান্তা। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট অস্থায়ী উপাচার্যের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, উপাচার্য হওয়ার জন্য যে সমস্ত যোগ্যতা থাকার দরকার, তা অস্থায়ী উপাচার্যর নেই। উপাচার্যের হেরে যাওয়ার খবর আসার পরেই শিক্ষকমহল থেকে বলা হয়েছে, আর একবার প্রমাণিত হল রাজ্যপাল তাঁকে পদে না বসালে তিনি এই চেয়ার পেতেন-ই না। আরও শোনা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের লড়াইয়ে নয় নয় করে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলেছেন শিক্ষাবিদদের কথায় এই 'বেআইনি' উপাচার্য।

বাংলা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নিয়ে প্রতিবাদসভা বর্ধমানে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বিজেপিকে অল আউট আক্রমণ করতে বাংলা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচারকেই মূল হাতিয়ার করছে তৃণমূল। রবিবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চ থেকে তৃণমূলের নেতারা এই ইস্যুতেই যে বিজেপিকে বধ করতে চাইছেন তা সোমবারও শোনা গেল বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস ও অন্য নেতাদের বক্তব্যে। বর্ধমানের জেলখানা মোড়ে ৩ নং ওয়ার্ড তৃণমূল সভাপতি শেখ আজাহারউদ্দিন ওরফে বাণ্টির নেতৃত্বে বাংলা ও বাঙালিদের ওপর বিজেপির অত্যাচারের প্রতিবাদে ধিক্কারসভা হয়। এলাকাবাসী বাংলার মনীষীদের ছবি নিয়ে মিছিল করেন। সভায় খোকন জানিয়েছেন, যাঁরা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ২০০২ সালের আগের তথ্য চাইছেন সেই তথ্য বিজেপি নেতাদেরই নেই। এসআইআর লাগু হলে যে বিজেপি নেতারাও ছাড় পাবেন না সেটাই তাঁরা বুঝতে পারছেন না। খোকন দাস এদিন বলেন, তাঁর বিধানসভা এলাকায় প্রতি শনি ও রবিবার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বাংলা ও বাঙালিদের ওপর এই অত্যাচারের ঘটনা তুলে ধরতে কর্মসূচি নিয়েছেন। তাঁর বিধানসভা এলাকায় বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষের বসবাস রয়েছে। এসআইআরের ভয়ে তাঁরা সিঁটিয়ে রয়েছেন। তাই ভয় ভাঙাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু, অবরোধ

সংবাদদাতা, কোতুলপুর : পথদুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। বেহাল রাস্তার কারণেই দুর্ঘটনা, দাবি করে বিষ্ণুপুর-আরামবাগ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পরে পুলিশের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। কোতুলপুরের গোগড়া এলাকায় সাইকেল রাস্তার ধারে রেখে উল্টোদিকে চায়ের দোকানে যাচ্ছিলেন রাসবিহারী চক্রবর্তী। সেই সময় বিষ্ণুপুর থেকে আরামবাগের দিকে যাওয়া একটি লরি পিষে দেয় তাঁকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। রাস্তার বেহাল দশার কারণে লরিচালক নিয়ন্ত্রণ হারানোয় এই দুর্ঘটনা, দাবি করে অবিলম্বে রাস্তাসংস্কার ও যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসী।

কোর ও জেলা কমিটির বৈঠকে সমাধানে জোর

বোলপুর

সংবাদদাতা, বোলপুর : বোলপুর তৃণমূল কার্যালয়ে কোর কমিটি এবং জেলা কমিটির বৈঠক হল, সোমবার। দুটি বৈঠকেই ছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল শেখ, বিকাশ রায়চৌধুরি, অভিজিৎ সিংহ, রবি মুর্মু, চন্দ্রনাথ সিংহ। বোলপুর এবং বীরভূমের দুই সাংসদ লোকসভার কাজে দিল্লিতে থাকায় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। জেলা কমিটির বৈঠকে অনুব্রত স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, জেলা কমিটির সদস্যদের এসআইআর এবং পাড়ায় সমাধান, এই দুটো বিষয়ে কোনওভাবেই ঢিলেমি বরদাস্ত করা যাবে না। ন্যায্য ভোটার যাতে বাদ না যায় ভোটার তালিকা থেকে সেজন্য বুথ পর্যায়ে তৃণমূল কর্মীদের নজরদারি কঠোরভাবে করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতা নিয়ে বিজেপি যেভাবে ষড়যন্ত্র করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, তাতে প্রত্যেকদিন পাড়ায় পাড়ায় অঞ্চলে অঞ্চলে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে হবে। দিনকয়েক আগেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন পাড়ায় পাড়ায় সমাধান শিবির হবে, যেখানে এলাকার মানুষ স্থানীয় সমস্যা নথিভুক্ত করবেন। কোন কোন সমস্যা মানুষ বেশি করে পাড়ায় সমাধান শিবিরে নিয়ে আসছে সেগুলো দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিনের জেলা কমিটির বৈঠকে অনুব্রত বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পাড়ায় পাড়ায় সমাধান শিবির করার জন্য যে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন সেই টাকা সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল ও অন্য নেতৃত্ব।

চলন্ত বাসে হঠাৎ আগুন রক্ষা পেলেন ৪৫ জন যাত্রী

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : এক ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই একটি সরকারি বাস, সোমবার সকালে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর সাগরদিঘি থানার মোড়গ্রাম সংলগ্ন দোহাল মোড়ে। তবে বাস পুড়ে ছাই হওয়ার আগেই সমস্ত যাত্রীকে নামিয়ে নেন চালক। সাগরদিঘি এবং রঘুনাথগঞ্জ থেকে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুন লাগার পর থেকে মোড়গ্রাম এলাকায় জাতীয় সড়কের একটি লেন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বেলা ১১টা নাগাদ বহরমপুরের দিক থেকে ফরাক্কার দিকে একটি সরকারি বাস প্রচণ্ড গতিতে যাচ্ছিল। মোড়গ্রাম পার করে দোহাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ বাসচালক দেখেন ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে বাসটিকে দাঁড় করিয়ে দেন। মুহূর্তের মধ্যেই দাউ দাউ করে বাসটি জ্বলতে থাকে। যাত্রীরা কোনওক্রমে দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়েন।

যাত্রী অমল কর্মকার জানান, মোড়গ্রাম মোড় পার করার পরেই চালক চিৎকার করে সকলকে দ্রুত বাস থেকে নেমে যেতে বলেন। প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। পরে দেখলাম দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। বাসে প্রায় ৪০-৪৫ জন যাত্রী ছিলেন। স্থানীয়রা জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু টায়ার ফাটতে থাকায় ভয়ে সরে যান।

কর্ণগড়ের জঙ্গলে পাওয়া পাথরের মূর্তি সংরক্ষণের উদ্যোগ

প্রতিবেদন : পশ্চিম মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি গড়ের জঙ্গল থেকে পাওয়া গিয়েছিল বহু প্রাচীন এক প্রস্তর ভাস্কর্যখণ্ড। সম্ভবত সেটি কোনও দেবমূর্তি বা বুদ্ধের পায়ের অংশ। স্থানীয় 'হেরিটেজ জার্নি', 'ভালবাসি কর্ণগড়' ও 'রানি শিরোমণি ঐক্য মঞ্চ'র মতো সংগঠন প্রশাসনের কাছে সেটি সংরক্ষণের আবেদন জানায়। তাতে সাড়া দিয়ে প্রস্তর ভাস্কর্যটিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছিল পাথর কেটে খোদাই করা পদযুগল। রাজ্যের পর্যটন তালিকায় স্থান পেয়েছে কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি গড়। রানি শিরোমণি ও চুয়াড় বিদ্রোহ খ্যাত এই অঞ্চলে দুটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অধিগ্রহণ করেছে রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগ। সম্প্রতি সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছিল এই ঐতিহাসিক স্মারক। ধাপে ধাপে খোদাই করা ত্রিস্তরীয় পাথরের একদম উপরিভাগে রয়েছে পদযুগল। নিচে বেদি। ওই পাথুরে পা দেখেই বোঝা যায় এটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। তাতেই আবেদন জানানো হয় সংরক্ষণের জন্য। জেলাশাসক খুরশিদ আলি উদ্যোগী হয়ে রিপোর্ট চান অতিরিক্ত জেলাশাসক ও শালবনির বিডিওর কাছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরে জেলাশাসকের দফতর পাঠিয়েছে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অন্তর্গত পুরাতত্ত্ব বিভাগে। আবেদন জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব মিউজিয়ামে এটিকে স্থান দেওয়ার জন্য। ইতিহাসবিদ অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শিরোমণি অঞ্চলেই ছিল রাজা যশোবন্ত সিংহের সমাধি। এছাড়াও পদচিহ্নটি হতে পারে বুদ্ধ, ধর্মঠাকুর বা বিষ্ণু বা মহাবীরের। মেদিনীপুরে বৌদ্ধ প্রভাব এবং ধর্মঠাকুরের প্রভাব ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রকাশ মাইতি মনে করছেন, এটি কোনও দ্বারপালের হতে পারে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সরকারি নিয়ম ভেঙে নদীগর্ভ থেকে বালি তুলে পাচার করার সময় রামপুরহাট থানার আইসি সুকোমল ঘোষ কুড়িটি ট্রাক্টর আটক করেন। বৈধ কাগজপত্র না দেখাতে পারার কারণে ট্রাক্টরগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ

আমার বাংলা

19 August, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৯ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

দুর্ঘটনার কবলে মাছের গাড়ি, রাস্তা থেকে মাছ তুলে দৌড় বিজেপি নেতার

সংবাদদাতা, তমলুক : কারও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস। বৃষ্টিভেজা রাতে দুর্ঘটনার কবলে মাছের গাড়ি। রাস্তায় ইতস্তত ছড়িয়ে মাছ। সেই সুযোগে দু'হাতে দু'খানা বড় মাছ নিয়ে পগারপার হচ্ছেন একজন। এই মাছচোর যে সে লোক নন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বিজেপির বিরোধী দলনেতা বামদেব গুছাইত। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালক ও খালাসিকে উদ্ধার না করে মাছচুরির সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে নিন্দার ঝড়। সমাজমাধ্যমেও ভাইরাল হয়েছে।

যদিও মাছচুরির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি নেতার দাবি, ওই ভিডিও প্রায় চার বছর আগের। তিনি মাছের গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করেই মাছ নিয়েছিলেন। এই দুর্ঘটনাটি ঘটে কোলাঘাট-হলদিয়া জাতীয় সড়কের মেছেদা শান্তিপুর এলাকায়। বৃষ্টিভেজা রাতে উল্টে যায় মাছভর্তি গাড়ি। আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে মাছ। তখনই হুড়োহুড়ি লেগে যায় মাছ কুড়ানোর। ওই সময় মোটরবাইকে করে যাচ্ছিলেন বামদেব। তিনি রাস্তা থেকে দুটি প্রকাণ্ড সাইজের মাছ তুলে দৌড় লাগান। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছেন শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি সুমিত সামন্ত। এরপর তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের একটি ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও পোস্ট করা হয় ভিডিওটি। সুমিত জানান, গাড়ির চালক ও খালাসি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে দুই হাতে দুটো বড় কাতলা মাছ চুরি করে নিয়ে দৌড় লাগান বিজেপির বিরোধী দলনেতা। এঁরা নাকি জনপ্রতিনিধি এবং এঁরাই নাকি মানুষের উন্নয়ন করবেন!

■ ধর ধর ওই চোর ওই চোর। মাছ নিয়ে পালাচ্ছেন বিজেপি নেতা।

গদ্দারের দলের নেতার মুখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশস্তি

■ শেখ আব্দুল লালনের পাশে বিজেপি নেতা ভরত ঢালি।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে গদ্দারের বক্তব্য যে তাঁর দলের নেতারাই সমর্থন করেন না, তা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল। গদ্দার যতই কুকথা বলুন, তাঁর দলেরই নেতার মুখে মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল। গদ্দারের উল্টো পথেই হাঁটলেন রাজ্য বিজেপির কিষাণ মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বিজেপি নেতা ভরত ঢালি। সোমবার পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম জঙ্গলমহলের অজয় নদের তীরে রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়ুল প্রাথমিক স্কুলের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে হাজির হয়ে তৃণমূল ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন বিজেপি নেতা ভরত ঢালি। বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ স্তরের মানুষের উপকারের জন্য যে জনদরদি প্রকল্প নিয়েছেন, তা সবঙ্গীণ সফল করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আপ্রাণ। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই জনদরদি প্রকল্পে উপকৃত হব। দীর্ঘদিন আমাদের গ্রামের ছোট ছোট রাস্তা হয়নি, ছোট ছোট জলের সমস্যা ছিল। এদিন সেটা ধরিয়েছি। ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন কথা দিয়েছেন, রাস্তা হবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানেই, ছ'মাসের মধ্যে। পথশ্রী প্রকল্পের টাকা এলেই।

জমি দিয়েও চাকরি মেলেনি, ইসিএল অফিস গেটে ধরনা

সংবাদদাতা, অণ্ডাল : ইসিএল জমি অধিগ্রহণ করেছে ২০১৭ সালে। পরে ২০২১ সালে মেগা প্রোজেক্টের জন্য নোটিশ জারি করা হয়। কিন্তু আজও মেলেনি চাকরি। অভিযোগে কেন্দা এরিয়া অফিসের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ এলাকার ৪০ জন জমিদাতার। এদিন এরিয়া অফিসের গেটের সামনে ছেলে-বউ নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা। জমিদাতা উত্তম নন্দী, মোহিত ব্যানার্জি ও অমিত দাসরা জানান, ২০১৭ সালে তাঁদের জমির উপর নোটিশ জারি করে। জমির বিনিময়ে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপর কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই কাজ থমকে যায়। ২০২১ সালে আবার মেগা প্রোজেক্টের দরুন জমির উপর নোটিশ জারি করে ইসিএল। জমির বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও ইসিএল কর্তৃপক্ষ বারবার নানান কারণে টালবাহানা করছে। প্রায় ৪০ জন জমিদাতা এখনও জমির বিনিময়ে চাকরি পাননি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। আন্দোলনরত জমিদাতা গৌরহরি মণ্ডল জানান, জমি অধিগ্রহণ করার পর সাপলুডো খেলছে ইসিএল। টালবাহানা চালাচ্ছে। এখন তাঁদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে তাই শান্তিপূর্ণ এই ধরনা আন্দোলন। যতক্ষণ না ইসিএলের তরফে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ এই আন্দোলন জারি থাকবে। এ-ব্যাপারে ইসিএল আধিকারিকদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হলদিয়ায় প্ল্যান্ট পরিদর্শনে মার্কিন কনসাল জেনারেল

■ হলদিয়া পেট্রোকেমের আধিকারিকদের সঙ্গে মার্কিন কনসাল জেনারেল।

সংবাদদাতা, হলদিয়া : রাজ্যের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র হলদিয়া। সেই হলদিয়ার শিল্প পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলেন কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্যাথি গিলস ডিয়াজ। এদিন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডের প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন তিনি। পাশাপাশি গোটা কমপ্লেক্স ঘুরে দেখার পর সংস্থার বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও। এর আগে তিনি হলদিয়া বন্দরও পরিদর্শন করেছেন। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গেও কথা হয় মার্কিন কনসাল জেনারেলের। এদিন দুপুর থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন তিনি। এরপর তিনি জানান, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে।

গুণিজনকে জেলা সম্মান ও জেলা রত্ন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে রবিবার সন্ধে সাতটায় দুর্গাপুর পুরসভা আসানসোল পুরসভা ও আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল জেলা সম্মান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান, মন্ত্রী মলয় ঘটক, প্রদীপ মজুমদার ও ইন্দ্রনীল সেন, দুই সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ও কীর্তি আজাদ। ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক, কমিশনার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট শিল্পপতি, খেলোয়াড় ও শিক্ষককে জেলা সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হয়। জেলা রত্ন পেলেন দুর্গাপুরের দুই বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধার ডাঃ সত্যজিৎ বসু ও ডাঃ অরুণাংশু গঙ্গোপাধ্যায়।

পুলিশ ৬০ জনের হারানো মোবাইল উদ্ধার করে দিল

■ হারানো ফোন তুলে দিচ্ছে পুলিশ।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বীরভূম জেলা পুলিশের 'অপারেশন প্রাপ্তি' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সোমবার বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার উদ্যোগে ৬০টি মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হল। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন পুলিশ সুপার আমনদীপ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাহুল মিশ্র, সহকারী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুণাল মুখোপাধ্যায়। অপারেশন প্রাপ্তি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে মোবাইল প্রাপকরা। তাঁদের বক্তব্য, মোবাইল খোয়া গেলে তাঁরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে মোবাইল উদ্ধার করে আজ তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, মহম্মদবাজার এলাকার বেশ কিছু মানুষের ফোন হারিয়ে গিয়েছিল। সেগুলো উদ্ধার করে আজ ফিরিয়ে দেওয়া হল। বীরভূম এবং বীরভূমের বাইরে থেকে এই হারিয়ে যাওয়া ফোনগুলো উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের এই উদ্যোগ আগামী দিনে চলতে থাকবে।

আমার বাংলা
19 August, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিছিল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বিজেপি রাজ্যে অত্যাচারিত বাংলার শ্রমিকরা। হেনস্থার শিকার। সেইসমস্ত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা তো করা হয়েছেই, এবার ওই শ্রমিকরা ফিরলেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে জানিয়ে সোমবার শ্রমশ্রী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকদের একাধিক সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। প্রকল্প ঘোষণার পরই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। এদিন ইটাহারে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিরাট বাইক র্যা লি হয়। নেতৃত্ব দেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। মিছিলে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ছাড়াও যোগ দেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। ভিনরাজ্যে শ্রমিক হেনস্থা এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলেই মিছিলেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একহাত নেন বিধায়ক। মিছিলে ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, সহসভাপতি মজিবুর রহমান, অঞ্চল দুই সভাপতি শহিদুল ইসলাম, আনসারুল হক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুন্দর কিস্কু, পঞ্চায়েত প্রধান আঞ্জুরা বিবি, মাজেদুর রহমান প্রমুখ। বিধায়ক মোশারফ হোসেন জানান, বাংলা ভাষার অপমান মানুষ মানবে না তা আরও একবার প্রমাণ করেছে ইটাহারবাসী। হাজার হাজার বাইক এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

■ মিছিলের নেতৃত্বে বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

জ্বর মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দফতর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : রাজগঞ্জে জ্বরের প্রকোপ। মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিয়েছে স্বাস্থ্যদফতর। জ্বর হলে কোনও দুঃশ্চিন্তা না করে হাসপতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চলছে ,চেতনতার প্রচারও। উল্লেখ্য,রাজগঞ্জে এখনো পর্যন্ত ১ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন গাদং এলাকার কিশোর জয়জিৎ সরকার (১৪)। ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক অঙ্কুর চক্রবর্তী জানান, হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা বেশিরভাগ রোগীই জ্বরে আক্রান্ত। তবে চিন্তার কিছু নেই, ভর্তি হওয়া রোগীদের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রত্যেকটি রোগীর চিকিৎসা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

বাংলার বকেয়া রুখতে

(প্রথম পাতার পর)

বাংলার বকেয়া যেমন করে হোক আটকে রাখা। এই কারণেই বিজেপিকে বাংলাবিরোধী, দেশবিরোধী, সংবিধানবিরোধী বলি।

এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের লোকসভার দলনেতার হুঁশিয়ারি, নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে বিজেপি। মানুষ এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। বাংলা থেকে যদি একটা মানুষের অধিকার কাড়া হয় কিংবা একজনেরও নাম ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয় তাহলে এক লক্ষ বঙ্গবাসীকে নিয়ে দিল্লি ঘেরাও হবে। বাংলার মানুষের ক্ষমতা কী সেদিন আমরা দেখিয়ে দেব। তাঁর সংযোজন, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বর্তমান ভোটার লিস্টে বহু মৃত ব্যক্তির নাম ও নানা গরমিল রয়েছে। অভিষেকের প্রশ্ন, এই ভোটার লিস্টেই ২০২৪-এর ভোট হয়েছে। তাহলে সরকারের সকলের পদত্যাগ করে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশজুড়ে এসআইআর করা উচিত। মানুষকে ভয় পেয়েছে বিজেপি। তাই মানুষের ভোটাধিকার কাড়ার খেলায় নেমেছে কমিশনকে সামনে রেখে। বিহারে ৬৫ লক্ষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের ক্ষমতা আছে এফিডেভিট দিয়ে বলা যে তালিকায় একটিও ভুল নাম নেই?

অভিষেক জানান, জলের প্রকল্পে কেন্দ্র-রাজ্য ৫০:৫০ টাকা দেয়। কেন্দ্র সেই ২৫২৫ কোটি টাকা আটকে রেখেছে বর্তমান অর্থবর্ষে। যেখানে উত্তরপ্রদেশকে ৬০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে, বাংলাকে গত পাঁচ বছরে মাত্র ৫ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। আর বাংলার যে অর্থ দেওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে। এটা হচ্ছে কেন্দ্রের বঞ্চনার নমুনা। আবাসের টাকা বন্ধ, জলের টাকা বন্ধ, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা বন্ধ। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাংলার পাওনা ২ লক্ষ কোটি টাকা। অভিষেকের সাফ কথা, কবে এই টাকা দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে জানান। শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। মিথ্যাচারের রাজনীতি বন্ধ হোক।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

■ যোগদানকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দলীয় পতাকা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দলে সমন্বয়ের অভাব। গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব। এমনই একাধিক অভিযোগ তুলে বিজেপি ছাড়লেন শীতলকুচির একাধিক নেতা। যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। রবিবার রাতে ভাওয়েরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভোগডাবরি এলাকায় খুলি বৈঠকের মধ্য দিয়ে বিজেপির বুথ সভাপতি ও কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান করে এই কর্মীরা জানান, বিজেপি দল করার সময় সাংগঠনিক কাজ করার সময় তাঁরা বিজেপির জেলা নেতৃত্বকে নানা সমস্যা জানানো সত্ত্বেও তাঁদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। দল বদলে বিজেপির বুথ সভাপতি চন্দ্র বর্মন বলেন, যেখানে নিরাপত্তা দিতে পারে না বিজেপির নেতৃত্বরা, তাহলে কাদের আশায় দল করব। এমনটাই আক্ষেপ আছে বিজেপির নিচুতলার আরও কর্মীদের। এদিকে তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী বিভিন্ন সরকারি ভাতায় চারিদিকে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। সেই উন্নয়নের সঙ্গী হতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন বলে দাবি তাঁদের। ভাওয়েরথানা অঞ্চল কমিটির তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি চন্দন প্রামাণিক বলেন, স্বেচ্ছায় বিজেপি ছেড়ে ওই কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। বিজেপি সবসময় ভাঁওতা দেয়।

তলিয়ে গেল দুই কিশোর

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : খোলা পাম্প হাউসে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই কিশোরের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শৈলশহরে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ের সোনাদায়। আপার সোনাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোংখোলায় একটি উন্মুক্ত পাম্প হাউসে স্নান করতে গিয়ে ওই দুই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আপার সোনাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতাচকের বাসিন্দা প্রকাশ তামাং (১৬) এবং লহরেমানের বাসিন্দা আরিয়ান তামাংয়ের (১৭) মৃত্যু হয়েছে। সাঁতার কাটার সময় ওই দুই কিশোর তলিয়ে যায় বলে খবর। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন উপরের দিকে অল্প জলে স্নান করলেও বাকি দু'জন সাঁতার কাটতে গিয়ে তলিয়ে যায় বলে দাবি। এরপর বন্ধুরাই আশপাশের স্থানীয়দের খবর দেয়।

কমিশনের গাফিলতি, ৮০ ভুয়ো ভোটার

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : এক ওয়ার্ডে ৮০ ভুয়ো ভোটার! ইসলামপুরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ড। এখানেই ভুয়ো ভোটারের তালিকা মিলেছে। অভিযোগ, এঁদের মধ্যে অনেকেই বহু আগে বাইরে চলে গিয়েছেন, কেউ আবার মারা গিয়েছেন। স্থানীয়রা এর জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কাজে যুক্ত বিএলওদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে দায়ী করেছেন। সম্প্রতি বিহারে এসআইআর (স্টেটওয়াইড ইন্টেনসিভ রিভিশন)-এর সময়ও ভোটার তালিকা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছিল। যদিও ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা উপ-পুরপ্রধান জ্যোতি দত্ত বলেন, এটা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের কাজ। এখানে কমিশনের গাফিলতি আছে। নির্বাচন কমিশনের গাফিলতির অভিযোগ তোলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি এবং জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। স্থানীয় প্রশাসন এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তবে, এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং রাজনৈতিক দলগুলো দাবি করছে, ভোটার তালিকা থেকে এই ভুতুড়ে নামগুলো বাদ দেওয়ার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হোক। এই ঘটনা নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা এবং ভোটার তালিকা তৈরির প্রক্রিয়ার ত্রুটি নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

সার্চ কমিটিতে তছরুপে

(প্রথম পাতার পর)

কমিটিতে। শিক্ষাবিদদের অভিযোগ, এ তো আসলে বিজেপির সাজিয়ে দেওয়া কমিটি। যার নিরপেক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলছেন, পট্টনায়েকের কমিটিতে থাকা আসলে সরাসরি স্বার্থের সংঘাত। কী করে পাঁচজনের সার্চ কমিটিতে ঢুকলেন! রাজ্যপালের অধীনস্থ কর্মী থাকার কারণেই যে তাঁকে সার্চ কমিটিতে আনা হয়েছে তা রাজভবনে কান পাতলেই শোনা যায়। অন্যদিকে তছরুপে অভিযুক্তকে কমিটিতে রাখাটাই অন্যায়, অনৈতিক এবং অনেকটাই বেআইনি। শোনা যাচ্ছে কলকাতার বাঙালি বিজেপি নেতার সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় চন্দ্রকে সার্চ কমিটিতে ঢুকিয়ে বিজেপি নিজেদের সিদ্ধান্ত চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে। ক্ষুব্ধ অলবেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিল। সংগঠনের সভাপতি মানস কবি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ললিতকে ঘটনার কথা উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছেন।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবনের স্বেচ্ছাচারিতায় দাঁড়ি টেনেছে আদালত। সেই কারণেই সার্চ কমিটি গঠিত হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার তিনদিনের সেই ইন্টারভিউ শুরু হচ্ছে। ঠিক তার আগে শিক্ষাবিদদের এই অভিযোগ সার্চ কমিটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো নামের তালিকাকে মান্যতা দিয়েই সার্চ কমিটি উপাচার্য নিয়োগে প্রস্তাবিত নাম পাঠাবে রাজভবনে। নির্বাচিত ব্যক্তিকে উচ্চশিক্ষা দফতরকে জানিয়ে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগেই ঝড় চন্দ্র ও পট্টনায়েককে নিয়ে। একাধিক অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিদ বলছেন, তছরুপে জড়িত ব্যক্তি কী করে সার্চ কমিটির সদস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকতে পারেন? আবার রাজ্যপালের কর্মী হিসেবে সার্চ কমিটিতে থাকাটা কখনওই নৈতিকভাবে ঠিক নয়। কীভাবে এঁদের নিয়োগ হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদরা।

২৪ লক্ষ ব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোমবার বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস অনুষ্ঠান পালন করা হল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মায়া আলে, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি নিতু রানা-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন, ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে। এদিন উদ্বোধন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক অমরকুমার বাসু জানান, বিদ্যালয় ২১তম প্রতিষ্ঠাদিবস আর প্রতিবছরের মতো এবছরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাদিবস অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। পাশাপাশি সোমবার বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়।

■ উদ্বোধনে দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মায়া আলে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আবার নাবালিকাকে গণধর্ষণ বিজেপির ওড়িশায়। এবার সম্বলপুরে। রবিবার রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় সে। গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ অভিযুক্তকে

কমিশনের এপিক কারচুপি নিয়ে প্রথম সোচ্চার হন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই

এপিক ডুপ্লিকেট সমস্যার অবিলম্বে সমাধানের দাবি জানিয়ে বারবারই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। তার সময়সারণি তুলে ধরা হল এখানে। কিন্তু নির্বিকার নির্বাচন কমিশন। তথ্য দিয়ে তুলে ধরলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন।

▸▸ **২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫:** সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র ডুপ্লিকেট হওয়ার বিষয়টি প্রথম তুলে ধরেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব হন এর বিরুদ্ধে।

▸▸ **৬ মার্চ, ২০২৫:** মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি দেওয়া হয় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

▸▸ **৭ মার্চ, ২০২৫:** নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, ৩ মাসের মধ্যে অবশ্যই ডুপ্লিকেট এপিক সমস্যার সমাধান করা হবে।

▸▸ **১১ মার্চ, ২০২৫:** এপিক সমস্যার অবিলম্বে সমাধান চেয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে।

▸▸ **৩১ মার্চ, ২০২৫:** মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় দ্বিতীয় চিঠি।

▸▸ **২ এপ্রিল, ২০২৫:** মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাক্ষাৎ চেয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দেওয়া হল তৃতীয় চিঠি।

▸▸ **১৬ মে, ২০২৫:** মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে চতুর্থ চিঠি দিল তৃণমূল।

▸▸ **১৯ মে, ২০২৫:** ১৬ মে-র তৃণমূলের দেওয়া চিঠির উত্তর দিল নির্বাচন কমিশন।

▸▸ **১৯ মে, ২০২৫:** মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে ফলোআপ মিটিংয়ের অনুরোধ জানিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দেওয়া হল পঞ্চম চিঠি।

▸▸ **৭ জুন, ২০২৫:** ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড সমস্যার সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ডেটলাইন দিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তারপর থেকে আর কোনও আপডেটই নেই। কিছুই বলা হল না কমিশনের পক্ষ থেকে।

ব্যয় বাড়ছে সরকারি প্রচারে

প্রতিবেদন: সরকারি প্রচারের খরচ প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। সংসদে তা স্বীকার করেও কেন্দ্র জানাল, প্রধানমন্ত্রীর 'পরীক্ষা পে চর্চা' কর্মসূচি বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনাই নেই। সোমবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরি একথা জানিয়েছেন। এই কর্মসূচির ব্যয় সম্পর্কিত আর একটি প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্য, এই কর্মসূচির মোট ব্যয় প্রতি বছরই বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ব্যয় ৪.৯৩ কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৮.১৬ কোটি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উত্তাল হল সংসদ

বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস, ভোটচুরির বিরুদ্ধে মকরদ্বারে ধরনায় তৃণমূল

প্রতিবেদন: বাদল অধিবেশনের শেষ পর্বের প্রথম দিনেও সংসদ কাঁপাল তৃণমূল। সোমবার সংসদের ভেতরে ও বাইরে বেশ চাপে ফেলে দিল মোদি সরকারকে। রীতিমতো দায়িত্বশীল ভূমিকায় দেখা গেল লোকসভায় তৃণমূল দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলা ভাষার অসম্মান ও বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের উপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে এদিন সংসদ চত্বরে তৃণমূল কংগ্রেসের ধরনায় নেতৃত্ব দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, লোকসভায় দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই নির্দেশে এদিন সংসদের মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। তাঁদের হাতে ছিল পোস্টার— বাংলার অপমান মানছি না, মানব না। এর পরে ভোট চুরির ইস্যুতে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে

পুরোভাগে ছিলেন অভিষেক। পাশে ছিলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। স্লোগান তোলেন, ভোট চোরি বন্ধ কর। গলা মেলান অন্যান্য বিরোধী সাংসদরাও। অধিকাংশ সংসদের হাতে ছিল প্রতীকী হলফনামা।

এই কর্মসূচির পাশাপাশি এদিন সংসদের বাদল অধিবেশনেও এসআইআর ইস্যুতে সোচ্চার হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভায় সরাসরি অভিযোগ তোলেন, নির্বাচন কমিশন পালাতে চাইছে বিরোধীদের তোলা প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়েই। কমিশন বিরোধীদের কাছে কেন হলফনামা চাইছে, কারণ বিরোধীরা ভোটার তালিকার ত্রুটি ধরছে। নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে হলফনামা দিক নির্বাচন কমিশন, সংসদে দাঁড়িয়েই দাবি জানান অভিষেক। সোমবার সংসদ ভবনে দলের পার্টি অফিসে বসে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে একান্তে মিনিট ১৫ বৈঠক করেন অভিষেক। দলের সাংসদ মিতালি বাগের শারীরিক অবস্থা নিয়ে খোঁজখবর নেন। নির্বাচন কমিশনে ঘেরাও অভিযানের দিনই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালি। এদিন লোকসভা মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পরে তৃণমূল কার্যালয়ে অভিষেকের সঙ্গে দেখা করেন ফৈজাবাদের সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অবধেশ প্রসাদ। অভিষেককে শুভেচ্ছা জানান তিনি।

এদিকে রাজ্যসভাতেও তৃণমূল সাংসদরা ছিলেন রীতিমতো আক্রমণাত্মক। এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়ে নোটিশও দেওয়া হয় তৃণমূল, আপ এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সরকার সেই দাবি মানেনি। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন অভিযোগ করেন, বিজেপি সংসদের অধিবেশনকে ভাসিয়ে দিয়েছে। রাজ্যসভা এদিন দু'বার মুলতুবি হয়ে যায়।

কমিশনের স্বেচ্ছারিতার বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মহুয়া

প্রতিবেদন: 'পক্ষপাতদুষ্ট' নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ল ইন্ডিয়া জোট। সোমবার রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী জোটের সংসদীয় প্রতিনিধিরা সাফ জানিয়ে দিলেন, তাঁরা এসআইআর ইস্যুতে শেষ দেখে ছাড়বেন। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন দলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি জানান, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেশের মধ্যে প্রথম ডুপ্লিকেট কার্ড ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছিলেন চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি। মহুয়ার মন্তব্য, নির্বাচন কমিশন মিথ্যা কথা বলছে। ওদের তালিকায় মৃত ব্যক্তির নাম কী করে থাকে? আর জীবিত ভোটারের নাম কী করে বাদ যায়? এটা স্বেচ্ছাচারিতা। বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাজ নয়, স্বচ্ছ অবাধ ভোটগ্রহণ করানোর ব্যবস্থা করা তাঁর দায়িত্ব। মহুয়ার প্রশ্ন, বিরোধী শিবির কেন হলফনামা দেবে? নিজেদের স্বচ্ছতা ব্যাখ্যা করে হলফনামা দেওয়া উচিত কমিশনেরই, সাফ জানান মহুয়া মৈত্র।

উল্লেখ্য, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর কথার সুরেই এদিন নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগেছে কংগ্রেস ও সপাও। সাংসদ গৌরব গগৈয়ের সাফ কথা, নির্বাচন কমিশন দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। কমিশন এখন এমন বেশ কিছু অফিসারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যাঁরা নিরপেক্ষ নন, পক্ষপাতদুষ্ট। সপা সাংসদ রামগোপাল যাদব বলেন, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন ষড়যন্ত্র করে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার খর্ব করছে।

জওয়ানকে মারধর যোগীরাজ্যের মেরঠে

প্রতিবেদন: লজ্জা! দেশের জন্যে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেন যে জওয়ানরা, তাঁদেরই একজনকে খুঁটিতে বেঁধে ব্যাপক মারধর করা হল যোগীরাজ্যের মেরঠে। ২৪ বছর বয়সের কপিল ছুটি কাটাতে এসেছিলেন তাঁর মেরঠের বাড়িতে। ছুটির শেষে রবিবার রাতে জম্মু-কাশ্মীরের বিমান ধরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু টোলপ্লাজার লম্বা লাইনে গাড়ি আটকে যওয়ায় কর্মীদের অনুরোধ করেন তাঁর গাড়িটা আগে ছেড়ে দিতে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। এবং ওই জওয়ানকে খুঁটিতে বেঁধে ব্যাপক প্রহার করল টোলপ্লাজার কর্মীরা। ৪ জনকে গ্রেফতার করছে পুলিশ।

একটানা প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি-মুম্বই

প্রতিবেদন: একটানা প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত দেশের রাজধানী এবং বাণিজ্যিক রাজধানী। শুক্রবার থেকে বিরামহীন বৃষ্টিতে জলের তলায় চলে গিয়েছে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ত অঞ্চল। খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না অনেক রাস্তা। বন্ধ রাখা হয়েছে স্কুল-কলেজ। শুধু মুম্বই নয়, লাগোয়া বহু এলাকাও দুর্যোগের কবলে। পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক যে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া নগরবাসীকে বাড়ির বাইরে বের হতে নিষেধ করেছে বৃহন্মুম্বই পুলিশ কমিশনার। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কুরলা, চেম্বুর, আন্ধেরির পাশাপাশি বিভিন্ন শহরতলি এলাকায়। কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমর পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে জমা জলে। জলের নিচে হারিয়ে যাচ্ছে রেললাইনও। স্বাভাবিকভাবেই বিপর্যস্ত রেল চলাচল। তীব্র যানজট রাস্তায়। একই ছবি মহারাষ্ট্রের আরও বেশ কিছু অংশ। বাণিজ্যনগরীতে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে ৫০ কিমি বেগে ঝড়ও যেকোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। এদিকে, মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াড়া অঞ্চলের মুখাড় তালুকায় মেঘ

ভাঙা বৃষ্টির পর নান্ডেড় জেলা থেকে নিখোঁজ পাঁচজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে নিশ্চিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। আইএমডি তাদের সর্বশেষ পূর্বাভাসে মুম্বাই, থানে এবং রায়গড় জেলার জন্য আগামী দুই দিনের জন্য 'রেড' অ্যালার্ট জারি করেছে। জল জমার কারণে আন্ধেরি সাবওয়ের উভয় লেনই যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মুম্বাই ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে যে এখন থেকে যানবাহন থ্যাকারে ব্রিজ এবং গোখলে ব্রিজ দিয়ে ঘোরানো হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, ভাকোলা ব্রিজ, হায়েট জংশন এবং খার সাবওয়েতেও জল জমেছে, যার ফলে যান চলাচল ধীর হয়ে গেছে। আবহাওয়া দফতর থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ভোগ চলতে পারে ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত। মুম্বই ছাড়াও, ভারী বৃষ্টির কারণে কর্নাটক, কেরল, জম্মু ও কাশ্মীর এবং চণ্ডীগড়েও স্কুল-কলেজ বন্ধ রয়েছে। সোমবার নান্ডেড় জেলার মুখাড় তালুকায় মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হওয়ায় এই অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কারণ পার্শ্ববর্তী কর্নাটকের নদীগুলো থেকে জল প্রবাহিত হয়েছে।

ফরাক্কা চুক্তির পুনর্নবীকরণ জরুরি মুখ্যমন্ত্রীর মতামত

প্রতিবেদন: ইন্দো-বাংলাদেশ ফরাক্কা চুক্তি পুনর্নবীকরণের আগে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গুরুত্ব দিতে হবে তাঁর সরকারের মতামতকে। সোমবার কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর কাছে লিখিত প্রশ্নে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ১৯৯৬-এ স্বাক্ষরিত ৩০ বছরের এই চুক্তির ফলে গঙ্গার আকৃতি-প্রকৃতির কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না। উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 'না' বললেও গঙ্গার ভাঙনের কথা স্বীকার করেছেন তিনি। ঋতব্রতর যুক্তি, বিষয়টির সঙ্গে যেহেতু কলকাতা বন্দরে গঙ্গার নাব্যতা এবং পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যের পরিবেশগত ভারসাম্যের প্রশ্ন জড়িত, সেহেতু ২০২৬ এ এই চুক্তি পুনর্নবীকরণের আগে মুখ্যমন্ত্রীর মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১৯৯৬-এর চুক্তি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এরফলে ক্ষতি হয়েছে নিম্ন গাঙ্গেয় নাব্যতা এবং সুন্দরবনের ভারসাম্য।

দেশ বিদেশ

19 August, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুল্কযুদ্ধ আর ভারতের অর্থনৈতিক অস্থিরতার মাঝেই বাড়ল টাকার দাম। সোমবার বাজার খোলার কয়েক মিনিটের মধ্যে সেনসেক্স ১১০০ পয়েন্টের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। অন্যদিকে ৩৬৮ পয়েন্ট বেড়ে যায় নিফটির সূচক

রাজনৈতিক চক্রান্তে বাংলাকে লাগাতার বঞ্চনা

জল জীবন মিশনের বকেয়া কবে মেটানো হবে?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ১৭ তৃণমূল সাংসদের

■ কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি তুলে দিলেন তৃণমূলের ১৭ জন সাংসদ। সোমবার।

প্রতিবেদন: বাংলার মানুষকে অপমান করতে প্রথমে একশো দিনের কাজের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে বাংলা-বিরোধী মোদি সরকার। নিজেদের শ্রম দিয়েও হকের টাকা পাননি অসংখ্য মানুষ। অপরাধ একটাই, কারণ তাঁরা এ-রাজ্যের শ্রমিক। কলকাতা হাইকোর্ট বকেয়া মেটানোর কড়া নির্দেশ দিলেও বাংলার বিরোধিতাই যে মোদি সরকারের নীতি, তা প্রমাণ করে এবার হাইকোর্টের নির্দেশের পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে কেন্দ্র। এই আবহে এবার বাংলার প্রাপ্য জল জীবন মিশনের বকেয়া টাকা মেটানোর দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের তৃণমূল সাংসদরা। বাংলার বাসিন্দাদের জল না দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক দখলের অপচেষ্টার পাল্টা জলের বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী সি আর পাতিলের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূলের ১৭ সাংসদ।

জল জীবন মিশন প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে সমানভাবে অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই রাজ্যে ভোট প্রচারে এসে ফলাও করে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষের সামনে রেখেছিলেন তিনি। সেই প্রতিশ্রুতি যে আসলে মিথ্যাচার ছিল, তা প্রমাণ করে দিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। জল জীবন মিশন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অর্ধেক টাকা দিয়েই হাত গুটিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় জলশক্তি উন্নয়ন মন্ত্রক। এবার সেই বকেয়ার হিসাব নিয়ে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খলিলুর রহমান, শর্মিলা সরকার, অসিত মাল, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, মিতালি বাগ, অরূপ চক্রবর্তী, কালীপদ সোরেন, প্রতিমা মণ্ডল, বাপি হালদার, মহুয়া মৈত্র, সায়নী ঘোষ ও রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসম নুর, মমতাবালা ঠাকুর।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়, গোটা রাজ্যে জল জীবন মিশনে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট বরাদ্দ ছিল ১০ হাজার ১০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে কেন্দ্রের বরাদ্দ ৫ হাজার ৫০ কোটি। অথচ কেন্দ্র দিয়েছে মাত্র ২,৫২৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ বরাদ্দের অর্ধেক। অথচ রাজ্য তার বরাদ্দের ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে, যার কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। পাশাপাশি ২৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলছে। তুলে ধরা হয়, যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪,৫৫৭ কোটি টাকা এই প্রকল্পে দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে রাজ্য সরকার ৪,৯২৬ কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছে জল জীবন মিশন প্রকল্পে।

বাংলায় ইতিমধ্যেই ৫৬ শতাংশ গ্রামীণ গৃহস্থে জল সংযোগের কাজ শেষ হয়েছে। যার জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। রাজ্যের তরফে ৫০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করার কথা থাকলেও রাজ্যের মানুষের স্বার্থে জমি, রক্ষণাবেক্ষণ থেকে আনুসঙ্গিক সব খরচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই বহন করছে। কারণ প্রাপ্য মেটাচ্ছে না কেন্দ্র। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষেই কেন্দ্রের বরাদ্দের থেকে ২,৪০১ কোটি টাকা বেশি দিয়ে ফেলেছে রাজ্য। তারপরেও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এসে কেন্দ্র তাদের বকেয়া দিচ্ছে না। যার ফলে জলের অভাবে গ্রামীণ বাংলার একটা বড় অংশের মানুষ ভুগছে। অন্যদিকে ডিভিসি-র মাধ্যমে বারবার জল ছাড়ার কারণে বানভাসি রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। তৃণমূল সাংসদরা দাবি করেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বকেয়া টাকা যেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক দ্রুত মিটিয়ে দেয় এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের নতুন বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ভবিষ্যতে যাতে কেন্দ্রের টাকা বকেয়া থাকার কারণে এই প্রকল্পে অর্থের জোগান বন্ধ না রাখা হয়, তার দাবি জানিয়েছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল।

প্রশিক্ষণের সময় অক্ষম সেনা ক্যাডেটদের পাশে সুপ্রিম কোর্ট

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল আদালত

প্রতিবেদন: প্রশিক্ষণের সময় অক্ষম হয়ে পড়া সেনা ক্যাডেটদের দুর্দশা নিরসনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা শুরু করেছে। সোমবার শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে হলফনামা জমা দিতে বলেছে। বিচারপতি বি ভি নাগারথনা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়েছে, অক্ষম সেনা ক্যাডেটদের মাসিক ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি, বিমা কভারেজ এবং ২০১৬ সালের রাইটস অফ পারসনস উইথ ডিসএবিলিটি অ্যাক্ট-এর অধীনে তাঁদের অধিকারের সুযোগ-সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখবে। শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছে, শুনানির সময় আদালত বিবেচনা করছে মাসিক ক্ষতিপূরণ বাড়ানো যায় কিনা, বিমা কভারেজ থাকতে পারে কি না এবং সেনাদের চিকিৎসার একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পরে আহত ক্যাডেটদের পুনর্বাসন প্রশিক্ষণের জন্য পুনরায় মূল্যায়ন করা যেতে পারে কি না। অক্ষমতা আইনের অধীনে ক্যাডেটদের যে অধিকার রয়েছে, তাও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) ঐশ্বর্য ভাটি জানিয়েছেন, সরকার বিস্তারিত হলফনামা জমা দেবে। আদালত বলেছে ক্যাডেটদের আইনজীবীরাও এএসজিকে পরামর্শ দিতে পারেন। আদালত প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, অর্থমন্ত্রক, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, সেনাপ্রধান, বিমানবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (প্রাক্তন সেনাকর্মী কল্যাণ বিভাগ) এবং সামাজিক বিচার মন্ত্রকের (অক্ষমতা বিভাগ) কাছে নোটিশ জারি করেছে। ক্যাডেটদের আইনজীবীরা আদালতে জানান যে তাঁদের কোনও বিমা কভারেজ নেই এবং কখনও কখনও অনুদান হিসাবেও কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। এটিও উল্লেখ করা হয় যে রাইটস অফ পার্সনস উইথ ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যাক্ট তাঁদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আদালত সেনাদের দুর্দশার পরিস্থিতি সম্পর্কে সহানুভূতি দেখিয়ে বলেন, যদি এই অক্ষমতা না হত, তাহলে তাঁরা বাহিনীতে যোগ দিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রশিক্ষণের সময় তাঁদের নিজেদের ত্রুটি ছাড়াই এমন দুর্ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে যদি তাঁরা প্রাক্তন সেনাকর্মী হিসাবে মর্যাদা না পান, তবুও তাঁরা কিছু সুবিধা পেতে পারেন। শীর্ষ আদালত আরও বলেছে যে তারা এমন বিকল্পগুলি অন্বেষণ করবে যেখানে এই ক্যাডেটদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ফিরিয়ে আনা যায় বা অন্য কোনও উপায়ে তাঁদের পুনর্বাসন করা যায়। এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

ভারত-চিন বৈঠক: মতপার্থক্য যেন বিবাদ না হয়, বললেন জয়শঙ্কর

প্রতিবেদন: সোমবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং তাঁর চিনা প্রতিপক্ষ ওয়াং ই-এর মধ্যে দিল্লিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জয়শঙ্কর চিনের বিদেশমন্ত্রীকে বলেন, দুই দেশের মধ্যেকার মতপার্থক্য কখনওই বিবাদে পরিণত হওয়া উচিত নয়। তিনি ভারত-চিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল, সহযোগিতামূলক এবং দূরদর্শী সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দেন, যা উভয় দেশের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং উদ্বেগগুলি মোকাবিলা করবে।

বৈঠকের বিষয়ে জয়শঙ্কর আরও বলেন, সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা খুবই জরুরি। এই কারণেই মঙ্গলবার চিনের বিদেশমন্ত্রী এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে। ভারতের আশা, এই আলোচনা অচলাবস্থা নিরসনের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, ওয়াং-এর সফর বেজিং-এর পক্ষ থেকে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে বোঝাপড়া বাস্তবায়ন, উচ্চপর্যায়ের আদান-প্রদান বজায় রাখা, রাজনৈতিক বিশ্বাস গভীর করা, সহযোগিতা প্রসারিত করা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর হবে।

ট্রাম্পের দুই শর্তের মুখে জেলেনস্কি

ক্রিমিয়া আর ন্যাটো

প্রতিবেদন: রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য আলাস্কায় লাল কার্পেট বিছিয়ে বৈঠক সেরেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার তিনদিন পর সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে তাঁর বৈঠক ততটা মসৃণ না হওয়ারই সম্ভাবনা। কারণ ইতিমধ্যেই পুতিনের শর্ত মেনে জেলেনস্কির জন্য দুই কাঁটা সামনে রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর একটি ক্রিমিয়া এবং অন্যটি ন্যাটো। এদিন বৈঠকের আগেই ইউক্রেনের দুই দাবি আগাম খারিজ করে সোমবার সকাল ৬টা ৪৭ মিনিটে (ভারতীয় সময় অনুসারে) সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানে তিনি জানিয়ে দেন, অধুনা রাশিয়া অধিকৃত ক্রিমিয়া অঞ্চল আর ফেরত পাবে না ইউক্রেন। এর পাশাপাশি ইউক্রেনের দীর্ঘদিনের আর্জি খারিজ করে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না ইউক্রেন। এই দুই কড়া শর্তের মুখে জেলেনস্কি কী করবেন তা নিয়েই চর্চা শুরু।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখলেন, আস্ত কৃষ্ণগহ্বরকেই গিলে নেওয়ার চেষ্টা করছে 'রাক্ষুসে' এক নক্ষত্র! প্রকাণ্ড ওই নক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বরের খুব কাছে চলে এসেছিল এবং একই কক্ষপথে তারা আটকে পড়ে

দৈত্য মাকড়সাদের দেশে

জানেন কি বাড়ির দেওয়াল বেয়ে তরতরিয়ে উঠতে থাকা মাকড়সারা সমুদ্রের গভীরেও সমানভাবে স্বচ্ছন্দ? বিশাল আকার দেহ নিয়ে সমুদ্র তলদেশে তারা স্বমহিমায় বিরাজমান। কোন শারীরিক সক্ষমতায় তারা এমনটা পারে অনায়াসে? সেই দৈত্যাকার মাকড়সাদের কথা লিখলেন **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

জলের নিচে দৈত্যাকার মাকড়সা

লিকলিকে আটটি পা আর ছোট্ট একটা শরীর নিয়ে আমাদের আশপাশে প্রায়শই আমরা এদের ঘুরে বেড়াতে দেখি, দেখি ঘরের কোনও কোনা-ঘুপচিতে জাল বুনতে, এদের চলাফেরা দেখে আমাদের অনেকেরই গা শিরশির করে ওঠে। হ্যাঁ, একদম ঠিক। আজকের প্রসঙ্গ মাকড়সা। যাদের আমরা মূলত স্থলজ প্রাণী হিসেবে জানলেও এদের বাসস্থানের বিস্তৃতি জলেও দেখা যায়। ব্যাপারটি সত্যিই অবাক করার মতো, সাধারণত যে প্রাণীকে আমরা আশপাশের চৌহদ্দির মধ্যে প্রায়শই দেখতে পাই সে কিনা জলের নিচেও স্বমহিমায় বিরাজমান। কীভাবে, কোন শারীরিক সক্ষমতা তাদের এই গুণ প্রদান করেছে আর কোন শ্রেণির মাকড়সা তাতে পারদর্শী দেখে নেওয়া যাক।

সামুদ্রিক মাকড়সা

পাইকনোগোনিডা (Pycnogonida) শ্রেণির প্রাণীদের সাধারণত সমুদ্র বা সামুদ্রিক মাকড়সা বা পাইকনোগোনিড বলা হয়। এই শ্রেণিতে ১,৩০০টিরও বেশি প্রজাতি রয়েছে!

পাইকনোগোনিডরা হল সামুদ্রিক আর্থ্রোপড বা সন্ধিপদ। এর মানে হল এই মাকড়সারা, কাঁকড়া ও স্থলজ মাকড়সার মতো একই গোত্রের সামুদ্রিক প্রাণী। একটি সাধারণ মাকড়সার মতোই সমুদ্র মাকড়সার সাধারণত আটটি পা থাকে, আর কাঁকড়ার মতোই থাকে এদের একটি শক্ত বহিঃকঙ্কাল (exoskeleton)-এর গঠন। যদিও কাঁকড়া এবং স্থলজ মাকড়সার সঙ্গে এদের পূর্বপুরুষ একই, তবুও সামুদ্রিক মাকড়সারা শত শত মিলিয়ন বছর ধরে নিজেদের মতো করে বিবর্তিত হয়েছে। বলা বাহুল্য বিজ্ঞানীরা ৫০০০ লক্ষ বছরের পুরোনো সামুদ্রিক মাকড়সার লার্ভা আবিষ্কার করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে, এই প্রাণীগুলো তাদের নিজস্ব অনন্য একপ্রকারের বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছে।

আকার

সামুদ্রিক মাকড়সার আকার সাধারণত ১ মিলিমিটার (০.০৩ ইঞ্চি) থেকে ৫০ সেন্টিমিটার (২০ ইঞ্চি) পর্যন্ত হতে পারে, যা একটি বাড়ির পোষা বিড়ালের দৈর্ঘ্যের সমান। 'পোলার জাইগান্টিজম' (polar gigantism) নামক একটি বিশেষ ঘটনার কারণে সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক মাকড়সার প্রজাতিগুলো উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি বাস করে। বিজ্ঞানীরা এই রহস্যময় ঘটনাটি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের বেশিরভাগ প্রজাতির আকার একটি নখের চেয়েও ছোট হয়, তবে কিছু অ্যান্টার্কটিক প্রজাতির পায়ের প্রসারতা (একটি পায়ের গোড়া থেকে পায়ের ডগা পর্যন্ত) এক ফুটেরও বেশি হতে পারে। এই প্রাণীগুলো 'পোলার জাইগান্টিজম' (polar gigantism)-এর একটি বিখ্যাত উদাহরণ। এটি এমন একটি ঘটনা যেখানে আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিকার মতো মেরু অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জীব উষ্ণ জলবায়ুতে থাকা তাদের কিছু আত্মীয়দের চেয়ে অনেক বড় আকার ধারণ করতে পারে।

অঙ্গসংস্থান

সামুদ্রিক মাকড়সার মাথায় একটি লম্বা নলাকার মুখ থাকে, যা প্রোবোসিস নামে পরিচিত, বেশ কয়েকটি সাধারণ চোখ থাকে এবং তিন থেকে চারটি উপাঙ্গ থাকে, যার মধ্যে একজোড়া নখর ও একজোড়া ওভিগার (ovigers) থাকে। এই ওভিগারগুলি সাধারণত দেহ পরিষ্কার করতে এবং ডিম বহন করতে ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক মাকড়সার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর লম্বা, বহু-সন্ধিযুক্ত পা। এই সরু, লম্বা পা-গুলো সামুদ্রিক মাকড়সাকে সাঁতার কাটতে এবং বালুকাময় তলদেশে হামাগুড়ি দিতে সাহায্য করে, যাতে তারা সমুদ্রের পলিতে আটকে না যায়। সামুদ্রিক মাকড়সার এই পা-গুলো এদের অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন করে। একটি সামুদ্রিক মাকড়সার পায়ে এর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এর অন্ত্রে যে থলি থাকে তা পায়ের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। সামুদ্রিক মাকড়সা তার পা ব্যবহার করে শ্বাস-প্রশ্বাসও চালাতে পারে। অক্সিজেন পায়ের বিশাল অংশ বরাবর প্রবাহিত হয় এবং পায়ের সঙ্গে লাগোয়া অন্ত্রের থলিগুলির কলায় অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়।

বাসস্থান ও খাদ্য

সামুদ্রিক মাকড়সা বিশ্বের সমস্ত মহাসাগরেই বিরাজমান। তারা গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, নাতিশীতোষ্ণ এবং মেরু অঞ্চলের মহাসাগরে— অগভীর জল থেকে অতল গভীরতা পর্যন্ত সবজায়গায় থাকতে পারে। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ পরিচিত প্রজাতি অ্যান্টার্কটিকায় পাওয়া যায়। খাদ্য হিসেবে একটি সামুদ্রিক মাকড়সা নরম দেহের প্রাণী যেমন সি-অ্যানিমোন, কৃমি, জেলি, স্পঞ্জ, নরম প্রবাল প্রভৃতি খেয়ে বেঁচে থাকে।

খাবার সংগ্রহের কৌশল

সামুদ্রিক মাকড়সা তার লম্বা, নলাকার মুখাংশ প্রোবোসিসের দ্বারা শিকারের নরম দেহের ভেতরের অংশ চুষে খায়। এটি প্রোবোসিস দিয়ে শিকারের চামড়া ভেদ করে, তারপর প্রাণীর দেহের ভেতরের উপাদান চুষে বের করে নেয়। এই খাদ্য সংগ্রহের কৌশলের কারণে সামুদ্রিক মাকড়সাকে প্রায়শই চোষক শিকারি (suctorial predator) বলা হয়ে থাকে। কখনও কখনও সামুদ্রিক মাকড়সা তাদের শিকারকে মেরে না ফেলে বরং তাদের সঙ্গে পরজীবী (parasite) আচরণে লিপ্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি সামুদ্রিক মাকড়সা একটি বড় প্রাণী থেকে রস চুষে নেয়, তবে এটি সম্ভবত সেই প্রাণীটিকে দুর্বল করে দেবে, কিন্তু মেরে ফেলবে না। ২০০৯ সালে MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)-এর গবেষকরা পম-পম অ্যানিমোন-এর পাশে বিশালাকার সামুদ্রিক মাকড়সা খুঁজে পান। দেখা যায় যে, সামুদ্রিক মাকড়সাগুলি ওই অ্যানিমোনের শুঁড় থেকে রস চুষে নিয়েছিল, যার ফলে শুঁড়গুলো নেতিয়ে পড়েছিল কিন্তু অ্যানিমোনগুলো তখনও জীবিত ছিল।

প্রজনন

সামুদ্রিক মাকড়সা তাদের পায়ে থাকা জেনিটাল ছিদ্রের (genital pores) ব্যবহার করে প্রজনন সম্পন্ন করে থাকে। পুরুষ সামুদ্রিক মাকড়সা স্ত্রীর ওপরে আরোহণ করে ছিদ্রগুলো সারিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নেয়। স্ত্রী তার ডিম্বাণু নিঃসরণের পর পুরুষ তার শুক্রাণু দিয়ে সেগুলিকে নিষিক্ত করে। সে তার ডিম্বাণু বহনকারী অঙ্গ বা ওভিগার (ovigers)-এ ডিমগুলি ততক্ষণ বহন করতে থাকে যতক্ষণ না ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

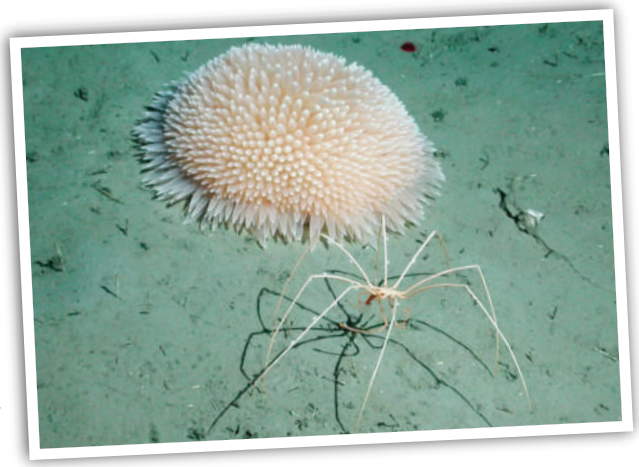

সামুদ্রিক মাকড়সার শিকারিরা

তারামাছ, উপকূলীয় পাখি, স্টিং রে, কাঁকড়া এবং কিছু মাছ সামুদ্রিক মাকড়সাদের খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করে থাকে। কিছু প্রজাতির সামুদ্রিক মাকড়সা আবার তাদের সাদাটে রঙের জন্য বালুকাময় সমুদ্রতলের সঙ্গে মিশে গিয়ে শিকারিদের হাত থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে।

সংরক্ষণ

যদিও সামুদ্রিক মাকড়সার বসবাস উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ঠান্ডা জলের বালুকাময় পরিবেশে তাও বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ঘটা সমুদ্রের জলের তাপমাত্রার পরিবর্তন তাদের বেঁচে থাকার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে, যদিও সাম্প্রতিক গবেষণায় এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি তবুও ভবিষ্যতে যে উষ্ণায়নের ফল এদের জীবনকে প্রভাবিত করবে না তা কে বলতে পারে।

ইংল্যান্ড সিরিজে জায়গা হয়নি। বুচিবাবু ট্রফিতে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ১৩৮ রান করে জবাব দিলেন মুম্বইয়ের সরফরাজ খান

ছ'গোল খাওয়ার লজ্জায় মাঠেই কাঁদলেন নেইমার

সাও পাওলো, ১৮ অগাস্ট : ব্রাজিলিয়ান লিগ সিরি আ-তে ভাস্কো দা গামার কাছে ০-৬ গোলে বিধ্বস্ত হল স্যান্টোস। আর লজ্জার এই হারে মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়েন নেইমার দ্য সিলভা। এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, তাঁকে মাঠ থেকে বাইরে নিয়ে যেতেই পারছিলেন না সতীর্থরা। শেষ পর্যন্ত চোখের জল মুছতে মুছতেই কোনওরকমে মাঠ ছাড়েন ব্রাজিলীয় তারকা।

প্রসঙ্গত, এটাই নেইমারের কেরিয়ারের সবথেকে বড় ব্যবধানে হার। এর আগে ২০১১ সালে স্যান্টোসের হয়ে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে চার গোল হজম করেছিলেন। এবং ২০১৭ সালে বার্সেলোনার হয়ে পিএসজির বিরুদ্ধে চার গোলে হেরেছিলেন। পরে মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে নেইমার বলেন, আমি লজ্জিত। অত্যন্ত খারাপ একটা ম্যাচ খেললাম। এমন লজ্জাজনক হারের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। রাগে ও অপমানে কান্না পাচ্ছে। এই ক্লাবের জার্সি গায়ে এই পারফরম্যান্স লজ্জার। আমাদের সবার উচিত বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাবা, এবার কী করব।

এই হারের পর, অবনমন এড়ানো কঠিন হয়ে গেল স্যান্টোসের। ২০ দলীয় লিগে ১৯ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ১৫তম স্থানে রয়েছে নেইমারের দল। এদিকে, ভাস্কো দা গামার বিরুদ্ধে লজ্জার হারের পরেই ছাঁটাই হয়েছেন স্যান্টোসের কোচ ক্লেবার জেভিয়ার। গত এপ্রিলেই তিনি কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যেই বরখাস্ত হলেন।

কাঁদছেন নেইমার। মুখ ঢাকলেন লজ্জায়।

ফাইনালে ইগার সামনে পাওলিনা

সিনসিনাটি, ১৮ অগাস্ট : আরও একটি এটিপি খেতাব জয়ের থেকে মাত্র একটা ধাপের দূরত্বে ইগা সুইয়াটেক। সিনসিনাটি ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছেন তিনি। সেমিফাইনালে টুর্নামেন্টের তৃতীয় বাছাই ইগা ৭-৫, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন এলিনা রাইবাকিনাকে। ফাইনালে ইগার সামনে এবার ইতালির জেসমিন পাওলিনি। টুর্নামেন্টের অন্য সেমিফাইনালে তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ৬-৩, ৬-৭ (২/৭), ৬-৩ ফলে হারিয়েছেন রুশ প্রতিদ্বন্দ্বী ভেরোনিকা কুদেরমেতোভাকে। প্রসঙ্গত, এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ট্রফি জিততে পারেননি ইগা। উইম্বলডন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনে হতাশ করেছিলেন। সামনেই বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ইউএস ওপেন। তারই প্রস্তুতি হিসাবে সিনসিনাটি ওপেনে খেলছেন। চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে, ইউএস ওপেনে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কোর্টে নামবেন ইগা।

গ্রেগের কোচিংয়ে নিরাপত্তাই ছিল না

তোপ পাঠানের

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : মহেন্দ্র সিং ধোনির পর এবার ইরফান পাঠানের নিশানায় গ্রেগ চ্যাপেল। সম্প্রতি ইরফান জানিয়েছিলেন, ২০০৯ সালে তাঁর ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার নেপথ্যে ছিলেন ধোনি। এবার প্রাক্তন কোচ গ্রেগকেও তোপ দাগলেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার।

ইরফানের বক্তব্য, সিনিয়র এবং জুনিয়র ক্রিকেটারদের সম্মান দেখানোর নিজস্ব ধরন ছিল গ্রেগের। সিনিয়রদের আলাদা করে গুরুত্ব দিতেন না। একটু বেশিই আগ্রাসী ছিলেন। মুখের উপর বলে দিতেন, ভাল খেলতে না পারলে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। এর ফলে প্রত্যেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত। আমার মনে হয়েছিল, এটা বাড়াবাড়ি ধরনের কড়া নীতি। তাই একবার ওঁর সঙ্গে কথাও বলেছিলাম।

ইরফান আরও বলেছেন, আমি গ্রেগকে বলেছিলাম, এর ফলে দলে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হচ্ছে। ক্রিকেটাররা খোলামনে পারফরম্যান্স করতে পারছে না। আমার কথা শুনে উনি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। একটু বিরক্তও হয়েছিলেন। পরে অবশ্য বুঝতে পারেন, আমি সঠিক কথাই বলেছিলাম।

ইরফানের দাবি, গ্রেগ যদি ভারতীয় দলের সংস্কৃতিকে সম্মান করতেন, তাহলে কোচ হিসাবে সফল হতেন। প্রাক্তন অলরাউন্ডারের বক্তব্য, আমি যদি বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা বা ইংল্যান্ডের কোচ হই এবং সেই দেশের সংস্কৃতি না মেনে চলি, তাহলে দলের সদস্যরা আমাকে মেনে নেবে না। গ্রেগ ভারতীয় দলে অস্ট্রেলীয় সংস্কৃতি চালু করতে চেয়েছিলেন। উনি চাইতেন, আমরা হার্ড ক্রিকেট খেলি। কিন্তু ক্রিকেটাররা কোন পটভূমি থেকে উঠে এসেছে, সেসব পরোয়াই করতেন না। যদি সেটা করতেন, তাহলে ওঁকে ব্যর্থ কোচের তকমা নিয়ে ভারত ছাড়তে হত না।

হংকংয়ে রোনাল্ডো-সতীর্থ ফেলিক্সের দাবি

জোটাকে হৃদয়ে নিয়েই খেলি

হংকংয়ে আল নাসেরের হয়ে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে জোয়াও ফেলিক্স। সোমবার।

হংকং, ১৮ অগাস্ট : হংকংয়ে তাঁর নতুন দলের হয়ে খেলতে গিয়ে পর্তুগাল তারকা জোয়াও ফেলিক্সের মুখে বারবার উঠে এল প্রয়াত সতীর্থ দিয়েগো জোটার নাম। তিনি বলেছেন, জোটা চিরকাল ফুটবলের ইতিহাসে থেকে যাবে। ৩ জুলাই স্পেনে ভাই আন্দ্রে সিলভার সঙ্গে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৮ বছরের লিভারপুল ফুটবলারের।

পর্তুগাল অধিনায়ক রোনাল্ডো এখন যে ক্লাবে খেলেন সেই আল নাসেরে যোগ দিয়েছেন ফেলিক্স। চেলসি থেকে তিনি সৌদি লিগে খেলতে এলেন। এর আগে ফেলিক্স খেলেছেন বেনফিকা, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও এসি মিলানে। এদিকে, মৃত্যুর মাত্র ১১ দিন আগে জোটা বিয়ে করেছিলেন রুট কার্ডোসোকে। তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে। ফেলিক্স হংকংয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় দৃশ্যতই ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি হাজির ছিলেন জোটার শেষকৃত্যেও। ফেলিক্স বলেন, জাতীয় দলে দিয়েগো আমার অন্যতম সেরা বন্ধু ছিল। আমরা সবসময় একসঙ্গে থাকতাম। জাতীয় দলের মিনি গ্রুপে ও ছিল আমাদের সঙ্গী। আমি ওর পরিবারকে চিনতাম। বাবা-মাকেও। খুব সুন্দর একটি পরিবার ওদের।

ফেলিক্স আরও বলেন, জোটাকে যারা চিনত, তাদের হৃদয়ে চিরকাল ও থেকে যাবে। দিয়েগোর মৃত্যুর পর প্রতিদিন মাঠে নামি ওর কথা ভেবে। মনে হয় ওকে সঙ্গে নিয়েই খেলছি। গত মাসে ফেলিক্স ৪৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে চেলসি থেকে আল নাসেরে এসেছেন। বছরে তিনি পাবেন ১০ মিলিয়ন পাউন্ড।

আগ্রাসনই মানায় বিরাটকে

সোজা-সাপ্টা শ্রীশান্ত

মুম্বই, ১৮ অগাস্ট : বিরাট কোহলি আগ্রাসন কমালে আর বিরাট কোহলি থাকবেন না। বলে দিলেন শান্তাকুমারন শ্রীশান্ত। তিনি মনে করেন এই আগ্রাসন বিরাটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এটা ছাড়া বিরাট বেমানান।

একটি ইউটিউব চ্যানেলে ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য শ্রীশান্ত অবশ্য এই আগ্রাসন শব্দটায় অনুমোদন দেননি। তিনি বলেন, লোকে আগ্রাসন বললেও আমি সেটা মানি না। আমার কাছে ব্যাপারটা হল বিরাটের আবেগ। আমি মনেই করি না বিরাট খুব আগ্রাসী। ও আসলে এই খেলাটার মধ্যে ডুবে আছে। ওর আবেগ এটা। লোকে বিরাটের আগ্রাসন নিয়ে এত কথা বলে, কিন্তু আমি বলব এটা কমিয়ে দিলে ও আর বিরাট কোহলি থাকবে না।

২০১১ বিশ্বকাপের পর দু'জনের কেরিয়ার দু'দিকে বয়েছে। বিরাটের টেস্ট অভিষেক হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। আর ওই বছরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন শ্রীশান্ত। ইন্টারভিউয়ে হরভজন ২০০৮ আইপিএলে যে তাঁকে চড় মেরেছিলেন তা নিয়েও বলেছেন শ্রীশান্ত। তাঁর দাবি, এর প্রভাব পড়েছিল পরিবার, এমনকী কন্যাসন্তানের উপরেও। শ্রীশান্ত বলেছেন, আমি একবার মেয়েকে বলেছিলাম, ওই দেখ ভাজ্জি পা। আমার মেয়ে সেটা শুনে বলে উঠেছিল, না না, আমি ওকে হাই বলব না। ও কেন তোমাকে মেরেছে? বোধহয় স্কুলে ঘটনাটা শুনেছে বন্ধুদের মধ্যে।

হরভজন অবশ্য সেই ঘটনার জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন। তিনি এই ঘটনার জন্য পরে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ১৭ বছর পরও সেই চড়ের ছাপ থেকে গিয়েছে প্রাক্তন পেসারের জীবনে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কল্যাণীতে অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা দলের প্রস্তুতি শিবির চলছে। প্র্যাকটিসে দেখা যাচ্ছে কোচ ঋদ্ধিমান সাহাকে

মাঠে ময়দানে

19 August, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৯ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

অস্কারের চোখ এবার সেমিফাইনালে

প্রতিবেদন : ডার্বি জয় অতীত। লাল-হলুদ শিবিরের পুরো ফোকাস এবার ডুরান্ডের সেমিফাইনাল। বুধবার যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ডায়মন্ড হারবার এফসি। তার আগে হামিদ আহদাদের চোট কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখছে অস্কার ব্রুজোকে।

রবিবাসরীয় বড় ম্যাচে কুঁচকিতে চোট পেয়েছিলেন মরোক্কান স্ট্রাইকার। ফলে ১৮ মিনিটেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সোমবার হামিদের এমআরআই হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই বোঝা যাবে চোট কতটা গুরুতর। তবে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা মনে করছেন, টিয়ার হয়নি। মঙ্গলবার পুরোদমে প্র্যাকটিস করে সেমিফাইনালের প্রস্তুতি নেবে ইস্টবেঙ্গল। আর প্র্যাকটিস সিডিউলে নাম রয়েছে হামিদের।

তবে অস্কারের হাতে বিকল্পও রয়েছে। তিনি দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস। হামিদের বদলি হিসাবে মাঠে নেমেই জোড়া গোল করে ডার্বির নায়ক হয়ে গিয়েছেন গ্রিক স্ট্রাইকার। শেষ মুহূর্তে সহজ সুযোগ হাতছাড়া না করলে, হ্যাটট্রিকও করতে পারতেন। সেমিফাইনালেও গোলের জন্য অস্কারের সেরা বাজি দিয়ামানতাকোসই। ভাল খবর, সেমিফাইনালের আগেই কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন মহম্মদ রশিদও। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমেরিকা উড়ে গিয়েছিলেন লাল-হলুদের বিদেশি মিডফিল্ডার।

লাল-হলুদ কোচ অবশ্য কে আছে বা কে নেই, তা নিয়ে ভাবছেন না। এদিন ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলেন অস্কার। টিম হোটেলেই রিহ্যাব করেন মিগুয়েল, আনোয়াররা। মঙ্গলবার পুরোদমে হবে সেমিফাইনালের প্রস্তুতি। মানসিকভাবে প্রত্যেকেই তরতাজা। ডার্বি জয়ের পর আত্মবিশ্বাসের জোরালো হাওয়া বইছে শিবিরে। তবে আত্মতুষ্ট হতে নারাজ অস্কার। বরং তিনি সাফ জানাচ্ছেন, কাজ এখনও অসমাপ্ত। ডার্বি জিতেছি ঠিকই। তবে এবার সেমিফাইনালও জিততে হবে। কারণ আমাদের লক্ষ্য ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া। কোচের মতোই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন ফুটবলাররাও।

রবিবাসরীয় ডার্বি জয়ের এই উৎসব সেমিফাইনালেও বজায় রাখতে মরিয়া মশাল বাহিনী।

এদিকে, ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার মিগুয়েল ডার্বিতে হলুদ কার্ড দেখেছিলেন। এর আগে গ্রুপ লিগের একটি ম্যাচেও হলুদ কার্ড দেখেছিলেন মিগুয়েল। ফলে সেমিফাইনালে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। তবে জানা গিয়েছে, গ্রুপ পর্বের কার্ড নকআউটে বিবেচিত না হওয়াতে, ডায়মন্ড হারবার ম্যাচ খেলতে কোনও সমস্যা নেই লাল-হলুদের প্লে-মেকারের।

বিশ্বকাপ দল ঘোষণা আজ

মুম্বই, ১৮ অগাস্ট : আগামী মাসে মেয়েদের বিশ্বকাপ ক্রিকেট হবে ভারতে। হরমনপ্রীত কউরের নেতৃত্বে কারা খেলবেন এই বিশ্বকাপে তা জানা যাবে আজ, মঙ্গলবার। এদিনই দল ঘোষণা। রেণুকা সিং ও শেফালি ভার্মাকে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। রেণুকা হয়তো দলে থাকবেন, কিন্তু মেয়েদের আইপিএলের পর থেকে আর কোনও ম্যাচ খেলেননি। রেণুকা সুযোগ না পেলে অরুন্ধতী রেড্ডি ও ক্রান্তি গৌড়ের উপর ভরসা রাখতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'এ' ম্যাচে শেফালি তিনটি ম্যাচ খেলে মাত্র ৫০ রান করেছেন। ফলে তাঁর জায়গা অনিশ্চিত। প্রতিকা রাওয়াল ওপেনিংয়ে মোটামুটি নিশ্চিত। যদি শেফালিকে দলে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি ব্যাকআপ হিসেবে থাকবেন। আবার রিচা ঘোষের ব্যাকআপ থাকতে পারেন যস্তিকা ভাটিয়াও। ফলে দল নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

ফুটবলার ছাড়ছে না মোহনবাগান

এএফসির প্রস্তুতি শুরু মোলিনার

প্রতিবেদন : ডুরান্ড কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর, পুরো ফোকাস এখন আসন্ন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে। তাই ডার্বি হারের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে সোমবার থেকেই এএফসির প্রস্তুতি শুরু করে দিল মোহনবাগান। একই সঙ্গে জাতীয় শিবিরে ডাক পাওয়া সাত ফুটবলারকে না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবুজ-মেরুন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। একই ভাবে আপাতত জাতীয় শিবিরে ফুটবলার ছাড়ছে না ইস্টবেঙ্গলও। প্রসঙ্গত, লাল-হলুদের তিন ফুটবলারকে জাতীয় শিবিরে ডেকেছিলেন খালিদ জামিল।

কাফা নেশনস কাপে খেলবে ভারত। তবে এই টুর্নামেন্ট যেহেতু ফিফার উইন্ডোর মধ্যে পড়ে না, তাই ক্লাবগুলো জাতীয় শিবিরের জন্য ফুটবলার ছাড়তে বাধ্য নয়। এদিকে, আগামী মাসেই শুরু হচ্ছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু। ১৬ সেপ্টেম্বর যুবভারতীতে তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আহাল এফসির মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। এরপর রয়েছে পরপর দু'টি অ্যাওয়ে ম্যাচ। ৩০ সেপ্টেম্বর ইরানের সেপাহান এবং ২১ অক্টোবর জর্ডনের আল হুসেইনের বিরুদ্ধে খেলবেন লিস্টন কোলাসোরা। অতীতে জাতীয় শিবিরে গিয়ে সবুজ-মেরুনের একাধিক ফুটবলার চোট নিয়ে ফিরেছেন। যেহেতু এএফসি টুর্নামেন্টের সঙ্গে দেশের সম্মান জড়িয়ে, তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে জাতীয় শিবিরে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মোলিনার নতুন চ্যালেঞ্জ এএফসি।

প্রসঙ্গত, সিনিয়র দলের শিবিরে ডাক পেয়েছেন লিস্টন, অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়া, মনবীর সিং, বিশাল কাইথ, সাহাল আব্দুল সামাদ ও দীপক টাংরি। এছাড়া অনূর্ধ্ব ২৩ জাতীয় শিবিরে ডাক পাওয়া দলের চার ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাট, অভিষেক সূর্যবংশী এবং প্রিয়াংশ দুবেকেও ছাড়া হচ্ছে না। সব মিলিয়ে ডার্বি হারের গ্লানি মুছে সাফল্যের আলোয় ফিরতে মরিয়া মোলিনা পাখির চোখ করছেন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-কে।

ডার্বি হারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাই ফুটবলারদের নিয়ে প্র্যাকটিসে নেমে পড়লেন সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ কোচ। এএফসি-তে ভাল ফল করতে মরিয়া টিম ম্যানেজমেন্ট যতটা দ্রুত সম্ভব ব্রাজিলীয় তারকা রবসন রবিনহোকে উড়িয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন। পাশাপাশি খোঁজ শুরু হয়েছে সপ্তম বিদেশিরও। যিনি গ্রেগ স্টুয়ার্টের যোগ্য পরিবর্ত হবেন।

মহামেডানের হার

প্রতিবেদন : জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন অধরা। টানা দু'টি ম্যাচ জেতার পর, কলকাতা লিগে ফের পরাজয়ের সরণিতে মহামেডান স্পোর্টিং। সোমবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে উয়াড়ির কাছে ১-২ গোলে হেরেছে মেহেরাজউদ্দিনের দল। শেষ দুটো ম্যাচ জয়ের সুবাদে কোথায় বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলবে, তা নয় শুরু থেকেই এলোমেলো ফুটবল খেলেছে মহামেডান। সেই সুযোগে বিরতির আগেই উয়াড়িকে এগিয়ে দেন সাকির আলি। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধের জন্য মরিয়া হলেও, সেভাবে সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ সাদা-কালো বাহিনী। ফলে বিরতির সময় ০-১ গোলে পিছিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল মহামেডান। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বদলায়নি। উদ্দেশ্যহীন ফুটবল খেলতে থাকেন আদিসন সিং, ম্যাক্সিয়নরা। ফলে ম্যাচে সমতা ফেরানো তো দূরের কথা, উল্টে রাকেশ কাপুরিয়ার গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় উয়াড়ি। দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল মহামেডান। ৭৫ মিনিটে আদিসনের গোলে ১-২ করেও ফেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে মেহরাজউদ্দিনের ফুটবলারদের। এই ম্যাচটা জিতলে, অবনমন আতঙ্ক অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পারত মহামেডান। কিন্তু হেরে সেই আতঙ্ক জিইয়ে রাখল। কলকাতা লিগের অন্য একটি ম্যাচে সাদার্ন সমিতি বনাম রেনবো এসি গোলশূন্য ড্র করেছে।

সাঁতার উৎসব **প্রতিবেদন :** মধ্যমগ্রাম ও নিউবারাকপুর সুইমিং গ্রুপের উদ্যোগে সম্প্রতি এক অভিনব 'সাঁতার সারাদিন' উৎসব আয়োজিত হয়েছে। নিউব্যারাকপুর সাজিরহাটে অবস্থিত ঝিলে সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৪টে অবধি বিভিন্ন স্লটে ৩৯ জন সাঁতারু যোগদান করেন। এই সাঁতারুদের মধ্যে দু'জন ১০ বছরের শিশুও ছিল। প্রত্যেক সাঁতারুর জন্য জলে নামার আগে ডাক্তারের প্রাথমিক চেকআপের ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্তরের দুই উদীয়মান সাঁতারু অদ্রিজা দে এবং স্নিগ্ধা ঘোষ।

আইএসএল জট কাটতে পারে শুক্রবার

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : অবশেষে কিছুটা স্বস্তি। আগামী শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে দুপুর দুটোয় উঠবে এআইএফএফ মামলা। সেদিনই সম্ভবত এবারের আইএসএল হবে কি না, সেটা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রবিবার ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ জানিয়েছিলেন, আমরা আইনজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি নথিভুক্ত করতে চাইছি। সেই মতো এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সুপ্রিম কোর্টে মামলা নথিভুক্ত করা হলে, শুক্রবার শুনানি হবে বলে জানান বিচারপতি।

দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ আইএসএল কি এবার আয়োজিত হবে? প্রশ্নের উত্তর ঝুলে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এআইএফএফ-এর সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নবীকরণ আটকে থাকায় ক্ষুব্ধ ১১ ক্লাবের জোট গত শনিবার ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছে। আইএসএল নিয়ে অচলাবস্থায় পাকাপাকিভাবে ক্লাব বন্ধের হুমকি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে সই করেনি শুধু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। কয়েকদিন আগেই ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল ফেডারেশন। সেখানে আইনজীবীদের পরামর্শও নেওয়া হয়। সেইমতো সিদ্ধান্ত হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে এআইএফএফ মামলা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। যাতে দ্রুত আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়।

কিন্তু ক্লাব জোটের প্রশ্ন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা না করে কেন আগেই বর্তমান পরিস্থিতি সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনা হল না? চিঠিতে লেখা হয়েছে, গত ১১ বছরে দেশে শুধু যুব ফুটবল এবং পরিকাঠামো উন্নয়নেই প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে ক্লাবগুলি। এখন সব কিছুই ভেঙে পড়ার মুখে। আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও না কাটায় বেশ কয়েকটি ক্লাব সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়ে।

এশিয়া কাপে খেলবেন কি না ঠিক নেই। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ টি-২০ লিগে প্রথম বলেই উইকেট রিঙ্কু সিংয়ের

এশিয়া কাপের দল আজ, শুভমন-যশস্বী অনিশ্চিত

মুম্বই, ১৮ অগাস্ট : মঙ্গলবার এশিয়া কাপের দল নির্বাচন। কোচ ও নির্বাচকদের সঙ্গে এই বৈঠকে থাকবেন সূর্যকুমার যাদব। যার অর্থ, এশিয়া কাপে তিনিই দলকে নেতৃত্ব দেবেন।

বিসিসিআই সেন্টার ফর এক্সেলেন্স থেকে ফিট সার্টিফিকেট পেয়েছেন ভারতের টি-২০ অধিনায়ক। তিনি খেলবেন বলে বিকল্প অধিনায়কের দরকার হচ্ছে না। এতে শুভমন গিলকে যে টি-২০ ফরম্যাটেও নেতা করার ভাবনা ছিল সেটা চাপা পড়ে গিয়েছে। সূর্য হয়তো ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের অধিনায়ক থাকবেন। যে টুর্নামেন্ট হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়।

১৫ জনের দলে শুভমনের জায়গা পাওয়া খুব কঠিন। যদি না ইংল্যান্ডে অসাধারণ খেলে আসার পর কোচ ও

নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান তাঁকে এই ফরম্যাটেও দলে নিতে চান। শুভমন জায়গা না পেলে অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনকে ওপেনিংয়ে রেখেই এগোতে চাইবেন নির্বাচকরা। তিন ও চারে আসবেন তিলক ভার্মা ও সূর্য। প্রথম তিনজন গত বছর টি-২০'তে খুব ভাল করেছেন। সঞ্জু তিনটি সেঞ্চুরি করেছেন। বাকি দু'জনও রান করেছেন। এঁরা ছাড়া অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াও দলে নিশ্চিত। ব্যাক আপ উইকেটকিপার হিসাবে জিতেশ শর্মাও ১৫ জনের দলে এসে যেতে পারেন।

এশিয়া কাপে তৃতীয় ওপেনার হয়তো নেওয়া হবে না। নিলে শুভমনের আগে থাকবেন যশস্বী জয়সওয়াল। কিন্তু সেই সম্ভাবনা কম। তেমন হলে তিলককে স্টপ গ্যাপ ওপেনার হিসাবে খেলিয়ে দেওয়া হতে পারে। শ্রেয়স আইয়ার কি ১৫ জনের দলে থাকবেন? সম্ভাবনা প্রবল। তবে প্রথম এগারোয় তাঁর জায়গা হবে কি না সেটা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। কিন্তু শ্রেয়সের আইপিএল পারফরম্যান্স ও লিডারশিপ স্কিল তাঁকে দুবাইগামী দলে নিশ্চিত জায়গা করে দেবে।

নির্বাচকদের জন্য সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে অলরাউন্ডারদের বেছে নেওয়া। কোচ গম্ভীর চান তাঁর দলে অলরাউন্ডারের আধিক্য থাকুক। সেক্ষেত্রে পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসাবে হার্দিকের পাশে শিবম দুবের জন্য দরজা খুলে যেতে পারে। স্পিনার অলরাউন্ডার হিসাবে থাকবেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেল। এছাড়া বোলিং ডিপার্টমেন্টে আর থাকতে চলেছেন জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা। দুই স্পিনার কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীও নিশ্চিত। রবি বিষ্ণোইয়ের হয়তো জায়গা হবে না।

বিশ্বকাপের পরেই বিয়ে রোনাল্ডোর

লিসবন, ১৮ অগাস্ট : টানা ৯ বছর একত্রবাসের পর অবশেষে বান্ধবী জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকার প্রস্তাবে হ্যাঁ বলতে দেরি করেননি জর্জিনাও। শুধু তাই নয়, বাগদানের পর রোনাল্ডোর উপহার দেওয়া হীরের আংটি হাতে নিজের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেছেন স্প্যানিশ মডেল। তার পর থেকে একটাই আলোচনা, কবে হচ্ছে রোনাল্ডো-জর্জিনার বিয়ে?

পর্তুগিজ এবং স্প্যানিশ মিডিয়ার দাবি, ২০২৬ বিশ্বকাপের পরেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন রোনাল্ডো। আর সেই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে তাঁর নিজের দেশ পর্তুগালে। ওই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা ছকে ফেলেছেন রোনাল্ডো। তবে যাবতীয় কাজ হচ্ছে চূড়ান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। বিয়ের দিন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে খুব সম্ভবত ২০২৬ সালের ১৯ জুলাইয়ের পরেই হবে রোনাল্ডো-জর্জিনার আনুষ্ঠানিক বিয়ে। ততদিনে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যাবে। আর সবাই জানে, রোনাল্ডো এই বিশ্বকাপটা খেলেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাতে চায়। ততদিনে ওর বয়স হবে ৪১ বছর।

প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, শুধু বহুমূল্য হীরের আংটিই নয়, জর্জিনাকে একটি পোরশে গাড়ি, দু'টি দামি ঘড়ি (যার এক-একটির দাম ৫০ হাজার ইউরোর বেশি) উপহার দিয়েছেন সিআর সেভেন। এছাড়া হবু স্বামীর কাছ থেকে দু'টি অসাধারণ ডিজাইনার পোশাকও উপহার পেয়েছেন জর্জিনা। এখানেই শেষ নয়, নিজেদের দেশে জমকালো বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছেন রোনাল্ডো। আর ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশ্ব ফুটবলের অনেক নামী ফুটবল তারকারা।

কেউ অপরিহার্য নয়, বুমরাকে তোপ সানির

মুম্বই, ১৮ অগাস্ট : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জসপ্রীত বুমরা পুরো সিরিজ না খেলায় সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন সুনীল গাভাসকর। দাবি তুলেছিলেন ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট শব্দটাই ভারতীয় ক্রিকেটের অভিধান থেকে তুলে দেওয়ার। ফের গাভাসকরের নিশানায় বুমরা।

নিজের কলামে কিংবদন্তি ওপেনার লিখেছেন, জাতীয় দলে কেউই অপরিহার্য নয়। তাই সময় হয়েছে জসপ্রীত বুমরাকে নিয়ে নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার। যা নিয়ে শেষ ইংল্যান্ড সিরিজে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। সানি আরও লিখেছেন, এটা ঘটনা যে, বুমরা নির্বাচকদের আগেই জানিয়েছিল, ও পাঁচটার মধ্যে তিনটে টেস্ট খেলবে। কিন্তু বিতর্ক শুরু হয় সিরিজের শেষ টেস্টে, যা কিনা দলের জন্য মরণ-বাঁচন ম্যাচ ছিল বুমরা না খেলায়। বিশেষ করে, ওভালের উইকেট যখন পেসারদের স্বর্গ ছিল!

গাভাসকরের প্রশ্ন, ভারতের পরের টেস্ট অক্টোবরে। তাই বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বুমরা হাতে দুটো মাস সময় ছিল। টিম ম্যানেজমেন্টও তখন বলেছিল, বুমরা ফিট। তবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। একজন ক্রিকেটার যদি ফিট থাকে, তাহলে কেন তাকে খেলানো হবে না?

এদিকে, বুমরার পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার চেতন শর্মা। ভারতের হয়ে ২৩টি টেস্ট ও ৬৫টি একদিনের ম্যাচ খেলা চেতন সাফ জানাচ্ছেন, একজন ক্রিকেটারকে ফিজিওর পরামর্শকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

তাঁর বক্তব্য, যদি মেডিক্যাল টিম পরামর্শ দেয়, যদি চিকিৎসকরা আপনাকে বলেন, অ্যান্টিবায়োটিক নিতেই হবে। তাহলে সেটা মানতেই হবে। প্রাক্তন পেসারের সংযোজন, যদি টিমের ফিজিও কোনও প্লেয়ারকে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের পরামর্শ দেয়, সেটা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় মানতে বাধ্য। কারণ এই ব্যাপারে ফিজিওরাই শেষ কথা বলে থাকেন। তাই বুমরার কোনও দোষ আমি দেখতে পাচ্ছি না। একই সঙ্গে ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতীয় দল যে ক্রিকেট খেলেছে, তাতে আমি গর্বিত।

ঈশানের চোট, নেতা অভিমন্যু

প্রতিবেদন : টুর্নামেন্ট শুরুর মাত্র ১০ দিন আগেই চোটের কারণে ছিটকে গেলেন ঈশান কিশান। ফলে আসন্ন দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেবেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরন। প্রসঙ্গত, ২৮ অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ছয়দলীয় এই টুর্নামেন্ট। দলীপে পূর্বাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল ঈশান কিশানের। কিন্তু সম্প্রতি স্কুটি চালাতে গিয়ে পড়ে যান। তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে কয়েকটি সেলাইও পড়েছিল। ফিট হয়ে ওঠার জন্য বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করছিলেন ঈশান। কিন্তু জানা গিয়েছে, সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে ফিট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। ফলে দলীপ ট্রফিতে খেলতে পারবেন না। এর পরেই নেতৃত্ব পান অভিমন্যু। আহত ঈশানের পরিবর্ত হিসাবে পূর্বাঞ্চল দলের স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে ওড়িশার আশীর্বাদ সোয়াইনকে। কুড়ি বছর বয়সী আশীর্বাদ এবছর বয়সভিত্তিক বিভিন্ন টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন।

ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নীরজ

জুরিখ, ১৮ অগাস্ট : শেষ মুহূর্তে পোল্যান্ডে আয়োজিত সাইলেসিয়া ডায়মন্ড লিগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন নীরজ চোপড়া।

আগামী ২৭ ও ২৮ অগাস্ট জুরিখে বসবে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের আসর। এই বছরে বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেননি নীরজ। এর প্রধান কারণ অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন কোচ জ্যান জেলেজনির অধীনে নতুন টেকনিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শেষবার নীরজ অংশ নিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুতে নিজের নামাঙ্কিত টুর্নামেন্টে। যদিও সর্বশেষ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিং অনুসারে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিলেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা।

এবছর ডায়মন্ড লিগের মাত্র দু'টি লেগে অংশ নিয়েছিলেন নীরজ। দোহা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারের প্রথমবার ৯০ মিটারের বেশি থ্রো করলেও, দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। এরপর প্যারিস ডায়মন্ড লিগে ৮৬.১৬ মিটার ছুঁড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ফলে নীরজের ঝুলিতে রয়েছে মোট ১৫ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট। তিনি রয়েছেন তালিকার তিন নম্বরে। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর কেশর্ন ওয়ালকট। দ্বিতীয় স্থানে জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার। তাঁর র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টও ১৫। ২৭ বছর বয়সী নীরজ ২০২২ সালে ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল খেতাব জিতেছিলেন। তবে গত বছর ০.০১ মিটারের জন্য দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। ২০২৩ সালেও তিনি দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন।